প্রতিমা

(উপন্যাস)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী
কলিকাতা

১৩৩৬

সাধারণ সং ।।০ [মূল্য ১৲ টাকা

প্রকাশক—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার শীল
শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী
২১১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত

"ঠাকুর পো"

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন দাস
সত্যনারায়ণ প্রেস
২৫ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রতিমা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

——প্রণীত——

—কয়েকখানি অন্যান্য গ্রন্থ—

সিন্দুর কৌটা	(৩য় সং)	২॥০
নবীন সন্ন্যাসী	(„)	২॥০
ষোড়শী	(৪র্থ সং)	১॥০
দেশী ও বিলাতী	(„)	২।০
রত্নাস্থন্দরী	(৫য় সং)	১।০
জীবনের মূল্য	(২য় সং)	২॥০
নবকথা	(৩য় সং)	১৷৹০
গল্পাঞ্জলী	(„)	১॥০
রত্নদীপ	(„)	২।০
গহনার বাক্স	(১ম সং)	১৷৹০
যুবকের প্রেম	(„)	১॥০
সতীর পতি	(„)	২॥০
প্রতিমা	(২য় সং)	১৲

প্রতিমা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাসের ভোজ

রবিবার, বেলা সাড়ে দশটার সময়, কলিকাতা হইতে আগত ষ্টীমার হইতে দশ বারো জন ভদ্রলোক কুঠিঘাটের জেটিতে নামিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহই নবযুবা নহেন, সকলেই প্রৌঢ়-বয়স্ক। জ্যৈষ্ঠ মাসের কাঠ-ফাটা রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে। সকলে ছাতা মাথায় দিয়া, বরাহনগর অভিমুখে চলিলেন—আজ ইঁহারা শ্রীযুক্ত কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে প্রীতিভোজে নিমন্ত্রিত। ইঁহারা সকলেই প্রায় আপিসের লোক,—কেহ কেহ কেদারবাবুর অফিসেরই সহকর্ম্মী—অন্যান্য ভদ্রলোকেরা অপরাপর আপিসে কর্ম্ম করেন,—কেদারবাবুর বন্ধু।—কেদারবাবু, ক্লাইব ষ্ট্রীটের মেসার্স ক্লড এণ্ড ব্ল্যাকওয়েলের বাড়ী কেরাণীগিরি করিয়া থাকেন। প্রতিদিন ষ্টীমারে কলিকাতায় গিয়া আপিস করিয়া আসেন।

এই প্রীতিভোজের কারণ, বিবাহাদি কোনও ব্যাপার নহে,—কেদারবাবুর কন্যা প্রতিমা ব্যানার্জি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহাই উপলক্ষ্য। আজকাল বাঙ্গালীর মেয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস হওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নহে বটে,—কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কন্যার পিতা ধনী বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নহেন,—মাত্র ১৫০৲ বেতনে মার্চ্চেণ্ট আপিসের কেরাণী!

ভদ্রলোকগণ কেদারবাবুর গৃহে পৌঁছিলে, গৃহকর্ত্তা এবং তাঁহার নিকটতম প্রতিবেশী প্রবোধবাবু সকলকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ডাব পাড়াইয়া বৈঠকখানার বারান্দায় গাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল। বরফও মজুত ছিল। তাহা দেখিয়া নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া উঠিল—"আঃ, বাঁচালে ভাই কেদার—তেষ্টায় প্রাণ যাচ্ছিল।" একজন ভৃত্য ক্ষিপ্রহস্তে ডাব কাটিতে আরম্ভ করিল। কেদারবাবু স্বয়ং বরফ কাটিয়া কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া, বালতির জলে ধুইয়া, কাচের গ্লাসে গ্লাসে ভরিতে লাগিলেন। প্রবোধবাবু বরফ ডাবের গ্লাস-গুলি পরিবেশনে নিযুক্ত হইলেন। কেহ কেহ দুই তিনটা ডাবের জল নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, "আঃ, প্রাণটা বাঁচলো। বেশ করেছিলে ভাই কলকাতা ছেড়ে এখানে এসে বাসা বেঁধেছিলে। গাছ থেকে ডাব পাড়ছ আর খাচ্চ—আমাদের একটি ডাব খেতে

হলে, ট্যাঁক থেকে চার পাঁচটি পয়সা না বের করলে উপায় নেই।”

আগন্তুকগণ সকলে শীতল হইয়া, বৈঠকখানায় বার দিয়া বসিয়া, তাম্রকুট সেবন করিতে লাগিলেন। কেদারবাবুর সহকর্ম্মী রাজেন্দ্র-বাবু বলিলেন, “কৈ ভাই, তোমার মেয়েকে ডাক। যার কল্যাণে এই আনন্দ-উৎসব, তাকে দেখি আমরা!”

কেদারবাবু অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার কন্যা প্রতিমাকে লইয়া আসিলেন। প্রতিমার বয়স ১৭ বৎসর হইয়াছে—খাসা সুন্দরী মেয়ে। কেদারবাবু বলিলেন, “মা, এঁদের সকলকে প্রণাম কর।”

প্রতিমা একে একে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল। একজন বাধা দিয়া বলিলেন, “না মা, আমায় না, আমায় না, আমি কায়েথ।”—কেদারবাবু বলিলেন, “নাও নাও মা, ওঁরও পায়ের ধূলো নাও। হলেই বা কায়েথ, পিতৃবন্ধু যে—পিতৃতুল্য আপনারা সকলেই।”

প্রণাম করিয়া প্রতিমা সঙ্কুচিত ভাবে পিতার কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন, “এই প্রতিমা যখন হয়েছিল, এর অন্ন-প্রাশনে নেমন্তন্ন খেয়ে যাই। কেদার, তুমি তখন কলকাতায়। তারপর, এই ১৬ বচ্ছর পরে, আজ দ্বিতীয় বার তোমার বাড়ী পাত পাড়বো। আচ্ছা লোক তুমি ত হে!”

অপর একজন বলিলেন, "তৃতীয় বারে বেশী দেরী হবে না রাজেন্দ্রবাবু। প্রতিমা-মার বিয়েতে আবার আমরা খেতে আসবো। সে শুভদিনের আর দেরী কত, কেদারবাবু?"

কেদারবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মেয়ের এমন সব খুড়ো জ্যাঠা তোমরা রয়েছ, তোমরা একটু মনোযোগ করলেই ত হতে পারে!"

দুই তিনজন বলিয়া উঠিলেন, "তা করবো বৈকি, নিশ্চয়ই করবো। খাসা মেয়ে তোমার, তার উপর এত লেখাপড়া শিখেছে, এ মেয়ে পার করতে বেশী কষ্ট পেতে হবে না।"

প্রতিমা নতমুখে বসিয়া ঘামিতেছিল। রাজেন্দ্রবাবু ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "প্রতিমা-মাকে এখানে আর আটকে রাখা কেন? যাও মা, তুমি বাড়ীর ভিতর যাও।"

প্রতিমা ভিতরে চলিয়া গেল।

এইবার প্রতিমার পিতা কেদারবাবুর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাঁহার বয়স এখন ৫০ উত্তীর্ণ হইয়াছে। যৌবন-কালে তিনি বেশ সুপুরুষ বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং অত্যন্ত সৌখীন ছিলেন। বিশেষ কলেজে পাঠ-কালীন, বিবাহের তিন চারি বৎসর পর পর্য্যন্ত। তেল মাখিয়া স্নান করিতেন না, দামী সাবান মাখিতেন। গামছা নহে, টার্কিশ্ তোয়ালিয়া ব্যবহার করিতেন। রুমালে ও কোটে সুগন্ধি এসেন্স মাখিয়া,

পাসের ভোজ

অত্যন্ত ফিটফাট হইয়া কলেজে যাইতেন। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, জাতিভেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তখন তিনি দিবাস্বপ্ন দেখিতেন, একটা হাকিম অথবা বড় উকীল হইয়া, পশ্চিমের কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। সহরের বাহিরে মস্ত কম্পাউণ্ডওয়ালা এক বাংলায় তাঁহার বাস। কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া, জলযোগ ও কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে, জুতা মোজা পরিহিতা পত্নীকে পাশে বসাইয়া টম্‌টম্ হাঁকাইয়া সান্ধ্য বায়ু সেবনে বাহির হন। সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনান্তর, গৃহিণী আহারের সময়টা পর্য্যন্ত পিয়ানো বাজাইয়া গান করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। মেম রাখিয়া স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখাইবার কল্পনাও কেদারবাবুর ছিল। কিন্তু কোনও আঁকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয় নাই। বচর দশেক আগের কথা, তখন নূতন তিনি বরাহনগরে বাসা বাঁধিয়াছেন, হঠাৎ একদিন কলেজের এক সহপাঠীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায়। সেদিন তিনি আপিসের পর, আম-পোস্তায় গিয়া পঁচিশটা বোম্বাই আম কিনিয়া একটা বড় ঝাড়নে বাঁধিয়া লইয়াছেন, একহাতে সেই আমের পুঁটুলি, অপর হাতে একশো পাণ,—এই অবস্থায় ষ্টীমার ঘাটের দিকে যাইতেছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের গুমটে কপাল দিয়া টসটস করিয়া ঘাম ঝরিতেছে—ভিতরের গেঞ্জির ত কথাই নাই, কোট পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিয়াছে। ধোপা আসিতে বিলম্ব করায় বস্ত্রাদি মলিন,

—এই অবস্থায় সেই যৌবনবন্ধু সহপাঠীর সহিত হঠাৎ দেখা। বহুদিন পরে সাক্ষাৎ। সংক্ষেপে পরস্পরের এই দীর্ঘকালের জীবন কথা উভয়ের অবগত হইবার পর, বন্ধু হাসিয়া বলিলেন, "ওহে,—আচ্ছা, একটা কথা মনে পড়ছে। কলেজে তুমিই-না ফিটফাট জামাইবাবুটি সেজে এসে, ডেস্ক বাজিয়ে গান করতে—'এই বাতাসে ফুলের বাসে, মুখখানি তার পড়ে মনে!'—তুমিই গাইতে না?" কেদারবাবু স্বীকার করিয়াছিলেন যে তিনিই করিতেন।—সেই একদিন আর এই একদিন!

পিতৃবিয়োগের পর, কেদারবাবু বি-এ পাস করিয়া কিছুদিন পাবনা জেলার এক গ্রাম্য স্কুলে ৫০৲ বেতনে হেডমাষ্টারি করিতে যান। কিন্তু বৎসর খানেক সেখানে কাটাইয়া, স্বাস্থ্য ভাল থাকে না বলিয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং তাঁহার এক দূর সম্পর্কীয় মামাতো ভায়ের চেষ্টা ও সুপারিসে, এই ক্লড এণ্ড ব্লাকওয়েলের আপিসে ৫০৲ বেতনে কেরাণীগিরিতে ভর্ত্তি হন। বিগত ২৩ বৎসরকাল তিনি এই আপিসেই কর্ম্ম করিতেছেন। কন্যাটি জন্মিবার পাঁচ ছয় বৎসর পর পর্য্যন্ত কেদারবাবু সপরিবারে কলিকাতাতেই বাস করিতেন। বাড়ী ভাড়া লইয়া নহে, ঘর ভাড়া লইয়া। বাড়ীর দ্বিতলে, দুইখানি ঘর ভাড়া লইয়া তিনি বাস করিতেন; ঠিকা ঝি আসিয়া বাসন মাজিয়া কয়লা ধরাইয়া দিয়া যাইত। সেই বাড়ীতে, অন্যান্য

গৃহস্থ ভাড়াটিয়ারাও বাস করিত। একে ত এই হট্টগোল কেদার-বাবুর প্রকৃতি ও আদর্শকে পীড়া দিত,—তাহার উপর, কল লইয়া, দ্বিতলের সিঁড়ি ধুইবার পালা লইয়া, অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের স্ত্রীর সহিত তাঁহার স্ত্রীর কলহ,—দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা,—এত আদরের মেয়ে একটু খাঁটি দুধ খাইতে পায় না;—নানা কারণে কেদারবাবু বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ সেই আপিসের ১০০৲ বেতনের একজন কেরাণী অনুগ্রহপূর্ব্বক পরলোকগমন করায়, সাহেব কেদারবাবুকে সেই চেয়ারে বসাইয়া দিলেন,—তাঁহার বেতন ৭০৲ হইতে একলাফে ১০০৲ টাকায় গিয়া পৌছিল। বন্ধুগণের পরামর্শে, তখন তিনি কলিকাতার বাস উঠাইয়া, বরাহনগরে আসিয়া এই বাড়ীটী ভাড়া লন এবং ষ্টীমারে ডেলি প্যাসেঞ্জারি আরম্ভ করেন। গরুও একটী পুষিয়াছিলেন এবং সে গরুর বংশবৃদ্ধিও হইয়াছিল, দুগ্ধ ক্ষীর সরের প্রাচুর্য্যও উপভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইদানীং গরুর সেবাকারী ভৃত্যের অভাবে গরু বাছুর সব বিলাইয়া দিয়াছেন। বিশেষ, কন্যা প্রতিমা গত দুই বৎসর বাড়ীতে ছিল না, বেথুন বোর্ডিং-এ থাকিয়া লেখাপড়া করিত। শনিবারে শনিবাবে তিনি কন্যাকে বাড়ী লইয়া আসিতেন এবং সোমবারে তাহাকে বোর্ডিংএ পৌছাইয়া দিয়া আপিসে যাইতেন।

এই গেল কেদাবাবুর জীবনের পূর্ব্বকথা।

বন্ধুগণ যখন পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া উঠিলেন, তখন বেলা ২টা। রৌদ্র তখন এমন প্রচণ্ড যে বাহিরের দিকে তাকায় কার সাধ্য! সুতরাং সওয়া পাঁচটার ষ্টীমারে কলিকাতায় ফেরা স্থির করিয়া, তাঁহারা বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া রহিলেন। যথা-সময়ে তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কেদারবাবু কুঠিঘাটে গিয়া তাঁহাদিগকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

কন্যার বিবাহের জন্য কেদারবাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কয়েকজন আসিয়া প্রতিমাকে দেখিয়া গেল এবং পছন্দও করিল। কিন্তু তাহারা দর যাহা হাঁকিল তাহা শুনিয়া কেদারবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল।

হঠাৎ আপিসে তাঁহার দশ টাকা মাহিনা বাড়িয়া গেল। কলেজাদি খুলিলে, কেদারবাবু গিয়া কন্যাকে বেথুন কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিলেন। পূর্ব্বে যেমন থাকিত, এখনও প্রতিমা তেমনি বেথুন-বোর্ডিং-এই থাকিবে। পূর্ব্বের মত, শনিবার শনিবার কেদারবাবু গিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া আসিবেন।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অশনি পতন

একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। প্রতিমা এখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে।

বেলা তখন ১২টা প্রতিমা ক্লাসে বসিয়া ছিল, বোর্ডিং-এর ঝি এক টুক্‌রা কাগজ আনিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের হস্তে দিল। তিনি তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "প্রতিমা, মিস বোস তোমায় ডাকছেন।"—মিস বিভাবতী বসু কলেজ বের্ডিংএর লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা কর্ত্রী।

নিজের বহি খাতাপত্র ক্লাসে রাখিয়া, প্রতিমা ঝির সহিত বোর্ডিংএ গিয়া মিস বোসের ঘরে উপস্থিত হইল। মিস বোস বলিলেন, "তোমার কাছে তোমার বাবার লেখা কোনও চিঠি আছে?"

প্রতিমা বলিল, "না, বাবা ত আমায় চিঠি লেখেন না? কেন বিভা-দি?"

"চিঠি না হোক্, তোমার বাবার হাতের কোনও রকম লেখা, তোমার কাছে আছে?"

"বাবার হাতের লেখা?"—বলিয়া প্রতিমা ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। দু'তিন মাস আগে বাবা আমায়

একখানা পোষ্টকার্ড লিখেছিলেন বটে—যাতে লেখা ছিল যে সে শনিবারে তিনি আমায় নিতে আসতে পারবেন না, কোনও বিশেষ কাজে তাঁকে মুর্শিদাবাদ যেতে হবে।"

মিস বোস গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সেই পোষ্ট কার্ডখানা নিয়ে এস।"

প্রতিমা উৎকণ্ঠীত স্বরে বলিল, "কি হ'য়েছে বিভা-দি?"

মিস বোস বলিলেন, "আমি যা বলি তা আগে করনা।"

প্রতিমা ছুটিয়া তার ঘরে গিয়া, বাক্স হইতে পিতার লেখা সেই পোষ্ট কার্ডখানি বাহির করিয়া আনিয়া মিস বোসের হাতে দিল। তিনি সেখানি হাতে করিয়া বিরক্তিভরে বলিলেন, "এ যে জ্বালা!"—বলিয়া শিরোনামটি দেখিতে লাগিলেন। প্যাডের নিম্ন হইতে একখানা খাম বাহির করিলেন। তাহাতে প্রিন্সিপাল মহাশয়ার শিরোনামা লেখা। মিস বোস উভয় শিরোনামার হস্তাক্ষর মিলাইতে লাগিলেন। শেষে, খাম খানা প্রতিমার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, এ কার লেখা?"

দৃষ্টিমাত্র প্রতিমা বলিয়া উঠিল, "এত আমার বাবার লেখা। কি লিখেছেন বিভাদি, পড়বো?"

"পড়।"

প্রতিমা মুহূর্ত্ত মধ্যে চিঠিখানি বাহির করিয়া, পড়িল। পড়িয়া তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সে দাঁড়াইয়া

কাঁপিতে লাগিল। কেদারবাবু লিখিয়াছেন, প্রতিমার মার কলেরা হইয়াছে, রোগীকে ছাড়িয়া তিনি নিজে আসিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রতিবেশী ও বিশ্বস্ত বন্ধু বাবু প্রবোধকুমার হালদারকে পাঠাইয়াছেন, প্রতিমাকে যেন ছুটি দিয়া, তাঁহার সহিত বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

প্রতিমা প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কি হবে বিভাদি? প্রবোধ জেঠা মশায় কোথা?"

"ভিজিটর্স রুমে তিনি বসে আছেন। আচ্ছা বল দেখি তাঁর বয়স কত? চেহারা কি রকম?"

"তিনি আমার বাবার চেয়ে বড়, তাই ত তাঁকে আমি জেঠা মশাই বলি। মাথার সমুখটা টাক, চোখ দুটি বড় বড়, গোঁফ দাড়ি কামানো, বেঁটে মানুষ। আগে কল্‌কাতায় চাকরি করতেন, এখন পেন্সন পান।"

মিস বোস বলিলেন, "চেহারা মিল্‌ছে বটে। কোনও গোলমাল নেই ত প্রতিমা?"

প্রতিমা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "না-না, কোনও ভয় করবেন না বিভাদি' আমি তা হ'লে, আমার বই টই গুলো ক্লাস থেকে নিয়ে আসি?"

"আন।"

প্রতিমা ছুটীতে ছুটীতে ক্লাসে গেল। বহি খাতা লইয়া

তাঁর সঙ্গে কথা কোয়ে যাও।"—বলিয়া তিনিও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে কেদারবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, দরোয়ান সেলাম করিয়া বলিল, "খুকীর মা কেমন আছেন বাবু? ভাল হবেন ত?"

কেদারবাবু সজলনেত্রে বলিলেন, "এখন ত আছেন। এখন ভগবান যা করেন।"

দ্বারবান বলিল, "হাঁ বাবু, রামজীকে ডাকুন, তিনি ভাল করবেন। তিনি কির্পা-নিধান!" বলিয়া সে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

* * * *

রামজীর কিন্তু কৃপা হইল না। স্থানীয় প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বাবুটি বেলা দ্বিপ্রহর হইতে চিকিৎসা করিতেছিলেন; এই গৃহে উপস্থিত থাকিয়াই চিকিৎসা করিতেছিলেন। প্রতিমা অক্লান্তভাবে জননীর শুশ্রূষা করিতেছিল। রাত্রি যখন প্রায় দুইটা, যখন তাহার চক্ষু ঘুমে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কেদার-বাবু বলিলেন, "যাও মা, তুমি পাশের ঘরে গিয়ে ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নাওগে। তারপর, তোমায় ডেকে দিয়ে আমি নিজে একটু শোব।"

প্রতিমা প্রথমে সম্মত হইল না, ক্রমে, পিতার পীড়াপীড়িতে

তাহাকে উঠিতে হইল। শয্যায় পড়িয়া, কিছুক্ষণ সে কাঁদিল, তারপর ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোর রাত্রে পিতা আসিয়া তাহাকে জাগাইলেন। প্রতিমা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "মা এখন কেমন আছেন, বাবা?"

"আর কেমন? মা, বুক বাঁধো।"—বলিয়া কেদারবাবু ফোঁপাইতে লাগিলেন।

ভোর হইতে না হইতেই সমস্তই শেষ হইয়া গেল।

স্ত্রীর দাহকার্য শেষ করিয়া কেদারবাবু যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন মধ্যাহ্নকাল সমাগত। ঘণ্টাখানেক মধ্যেই দেখা গেল, তাঁহারও দেহে কাল বিসূচিকা রোগ প্রবেশ করিয়াছে। রাত্রি বারোটার পর, তিনিও প্রিয়তমা পত্নীর অনুগমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আশ্রয় কোথা

কেদারবাবুর বাড়ী বন্ধ করিয়া, প্রবোধবাবু প্রতিমাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া রাখিয়াছেন। সেই খানেই, তাঁহাদের সহায়তায়, প্রতিমা চতুর্থী শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল।

প্রবোধবাবু জানিতেন, কেদারবাবুর আত্মীয়ের মধ্যে কেবল আছেন তাঁহার এক দূর সম্পর্কীয় মামাতো ভাই। কিন্তু কেদার-বাবুর দশ বৎসরকাল বরাহনগরে অবস্থান মধ্যে কোনও দিন সেই মামাতো ভাইকে তিনি এখানে আসিতে দেখেন নাই। প্রতিমা এই আকস্মিক মহা বিপদে এতই বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সেই আত্মীয় সম্বন্ধে ইঁহারা তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন নাই। চতুর্থী শ্রাদ্ধের পর দিবস প্রবোধবাবুর স্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বাছা, তোমার আত্মীয়-স্বজন কোথায় কে আছেন, তা কিছু তুমি জান?"

প্রতিমা বলিল, "আর কোনও আত্মীয়ের কথা আমি ত জানিনে জেঠাইমা, তবে, বাবার এক মামাতো ভাই কলকাতায় আছেন শুনেছি।"

"তাঁর নাম কি?"

"তাঁর নাম শুনেছি ভৈরব চক্রবর্ত্তী। তিনি খুব বড়লোক। তিনিই বাবার চাকরি করে' দিয়েছিলেন শুনেছি— অবশ্য, তখনও আমি হইনি।"

"তাঁর ঠিকানা তুমি জান কি?"

"না ঠিকানা জানিনে। তবে শুনেছি ঝরিয়া অঞ্চলে তাঁর কয়লার খনি আছে, সেই কয়লার খনি থেকেই তিনি বড় মানুষ।"

"তিনি কি তোমার বাবার আপন মামাতো ভাই?"

"না। ঠাকুরমার পিস্‌তুতো না মাস্‌তুতো ভাইয়ের ছেলে। দূর সম্পর্ক।"

গৃহিণী যথাসময়ে তাঁহার স্বামীর নিকট এই সংবাদগুলি দিলেন। প্রবোধবাবু বলিলেন, "তা হলে, কাল একবার যাই না হয় কলকাতায়, ভৈরব চক্রবর্ত্তীর খোঁজ করে' দেখি।"

পরদিন প্রবোধবাবু আহারান্তে ১১টার ষ্টীমারে ভৈরব চক্রবর্ত্তীর খোঁজে কলিকাতায় গমন করিলেন। কয়েকটি কোল কোম্পানির সদর আপিসে অনুসন্ধানের পর, শেষে ভৈরববাবুর আপিসের খোঁজ পাইলেন। বেলা তখন ৩টা বাজিয়া গিয়াছে।

আষাঢ় শেষ হইতে চলিল, কিন্তু এখনও বৃষ্টির নাম গন্ধ নাই। দারুণ রৌদ্র মাথায় করিয়া এই ঘোরাঘুরিতে বৃদ্ধ প্রবোধবাবু গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভৈরববাবুর আপিসে প্রবেশ করিয়া বিদ্যুৎ পাথার নিচে প্রায় দুই তিন মিনিট কাল,

বসিয়া থাকিবার পর, তবে কথা কহিতে সমর্থ হইলেন। বলিলেন, "মশাই, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, অনেক খোঁজাখুঁজির পর তবে আপনার আপিসের সন্ধান পেয়েছি,— দুঃখের বিষয়, আপনার কাছে আমি দুঃসংবাদ এনেছি।"

ভৈরববাবু নিরুদ্বেগে প্রবোধবাবুর পানে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথাই বলিলেন না।

প্রবোধবাবু তখন বলিলেন, "আমার বাড়ী বরানগর। আপনার আত্মীয় কেদার বাড়ুর্য্যে, আর তাঁর স্ত্রী, দুজনেই কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে মারা গিয়েছেন।"

ভৈরববাবুর মুখের একটি পেশীও নড়িল না। ধীর গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন হল?"

"গত বুধবারে কেদারবাবুর স্ত্রীর কলেরা হয়। ভোর রাত্রে তিনি মারা গেলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে, কেদারবাবুও ঐ রোগে পড়লেন। বৃহস্পতিবার রাত একটার সময় তিনিও গেলেন।"

ভৈরববাবু মুখ নত করিয়া, একমিনিট কাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তাই ত! বড়ই দুঃখের বিষয়। ছেলে পিলে কি তাঁর?"

"একটি মাত্র মেয়ে রেখে গেছেন। বছর সতেরো আঠারো বয়স।"

"কোথায় বিবাহ হয়েছে?"

"বিবাহ এখনও হয়নি। মেয়েকে ভাল রকম লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বড় করেই বিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল কেদারবাবুর—আজকাল অনেকেই যেমন করছেন। তাকে বেথুন কলেজে পড়াচ্ছিলেন। বোর্ডিং-এই থাক্‌তো। যেদিন তার মার কলেরা হয়, কেদারবাবুর অনুরোধে আমিই এসে মেয়েকে বোর্ডিং থেকে বরানগর নিয়ে যাই।"

"সে মেয়ে এখন কোথায়?"

"মেয়েকে আমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেখেছি। কাছাকাছি বাড়ী—মেয়েদের পরস্পর যাতায়াতও সর্ব্বদা ছিল। প্রতিমা আমাকে জেঠামশায় বলে ডাকে।"

"বাড়ীটি কি কেদারের নিজের ছিল?"

"না, ভাড়ার বাড়ী ছিল।"

"কেদার মেয়ের বিয়ের সংস্থান কিছু রেখে গেছে?"

"আমি যতদূর জানি, কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। দেড়-শোটি টাকা ত মোট মাইনে ছিল। আজকালকার দিনের খরচ, তার উপর, মেয়েকে বোর্ডিং-এ রেখে কলেজে পড়ানো—বুঝতেই ত পারছেন।"

ক্ষুদ্র একটি "হুঁ" বলিয়া ভৈরববাবু নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।"

প্রবোধবাবু কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, অবশেষে বলিলেন,

"আপনার কথাই শুনেছিলাম। আপনি ছাড়া কেদারবাবুর আর কোন আত্মীয় স্বজন আর কোথায় আছে কি না, তা জানিনে।"

"না, বোধ হয়। তার কোনও খুড়ো জেঠা ইত্যাদি আছে বলে আমি শুনিনি। কেদারও তার বাপ মার এক ছেলে ছিল।"

প্রবোধ বাবু আশা করিতেছিলেন, প্রতিমাকে নিজগৃহে আনিয়া রাখিবার প্রস্তাবটা ভৈরব বাবুর মুখ হইতেই বাহির হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। অবশেষে তিনি বলিলেন, "মেয়েটির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা তা হলে করবেন?"

ভৈরব বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, সেই কথাই ত ভাবছি। এ বিষয়ে, চট্ করে কিছু বলা ত শক্ত। বাড়ীতে পরামর্শ করি। আপনি কাল একবার আসবেন দয়া করে?"

"হ্যাঁ, বলেন ত আসবো বৈ কি। কোন্ সময়ে আস্‌বো বলে' দিন।"

"এই, আজ যে সময় এসেছেন, সেই সময় এলেই হবে।"

"প্রতিমাকে কি সঙ্গে নিয়ে আস্‌বো?"

ভৈরব বাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না, এ আপিসে কোথা নিয়ে আসবেন তাকে? বিশেষ, সে ত এখন আর ছোট্টটি নেই। কাল আপনি একাই আসুন, তারপর যা হয় পরামর্শ করা যাবে।"

"আচ্ছা বেশ, তা হলে উঠি, নমস্কার।"—বলিয়া প্রবোধবাবু গাত্রোত্থান করিলেন।

গৃহে পৌছিয়া প্রবোধবাবু স্ত্রীকে ডাকিয়া আড়ালে সমস্ত কথা জানাইলে গৃহিণী সরোষে বলিয়া উঠিলেন, "মর মুখপোড়া মিন্সে! এর আবার ভেবে চিন্তেই দেখ্‌বিই বা কি, বাড়ীতে পরামর্শই বা করবি কিসের? আমি ত মনে করেছিলাম, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই সে চলে' আসবে,এসে মেয়েটাকে বাড়ী নিয়ে যাবে!"

প্রবোধবাবু বলিলেন, "ওগো, তারা কি আমাদের মতন? তারা যে বড়লোক।"

যাহা হউক, পরদিন প্রবোধবাবু আবার যথাসময়ে কলিকাতায় গিয়া ভৈরব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ভৈরববাবু তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আসুন প্রবোধবাবু —বসুন। মেয়েটিকে আমার এখানে এনে রাখাই স্থির করা গেল। নামটি তার কি বল্লেন?"

"প্রতিমা।"

"প্রতিমা? বাড়ীখানি ভাড়ার, কালই আপনি বলেছিলেন। বাড়ীতে আসবাব পত্র কি আছে?"

প্রবোধবাবু উত্তর করিলেন, "গরীব গৃহস্থের বাড়ী, আসবাব-পত্র তেমন আর কি থাকবে বলুন! সেগুন কাঠের তিনখানা তক্তপোষ, একটা আলমারি,—কাপড়টা চোপড়টা রাখবার জন্তে

সাধারণ আলমারি, আর্সি টার্সি দেওয়া নয়,—খান দু'তিন চেয়ার টুল, এই সব আর কি।"

"সে সব বিক্রী করলে কতটাকা হতে পারে?"

"কত আর? পুরাণো জিনিষ,—বিক্রী করলে বড জোর একশো টাকা।"

"প্রতিমার মার গায়ে অলঙ্কার কি ছিল?"

প্রবোধবাবু বলিলেন, "অলঙ্কার কি ছিল তা ঠিক আমি জানিনে। প্রতিমার মার অলঙ্কার, একটা ক্যাশবাক্সে, প্রতিমার জিম্মাতেই আছে। তবে আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি, সে সব অলঙ্কার বিক্রী করলে বড় জোর হাজার টাকা হতে পারে।"

ভৈরববাবু নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন; বোধ হয় তিনি মনে মনে হিসাব করিতেছিলেন, যে পরিমাণ সংস্থান আছে, তার উপর আর কত ব্যয় করিলে, এই পরের বোঝা ঘাড় হইতে নামানো যাইবে। অবশেষে বলিলেন, "আপনিই তা হলে প্রবোধবাবু, জিনিষপত্রগুলি বিক্রী করবার ভার নিন। আর, আপনার ঠিকানাটি দিয়ে যান, কালই আমি একজন ঝি আর একজন দারোয়ানকে নিজের মোটরে আপনার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবো, প্রতিমাকে নিয়ে আসবে।"

প্রবোধবাবু বলিলেন, "বেশ, তাই দেবেন। জিনিষপত্র গুলো বিক্রী ক'রে দেবার কথা যা বল্লেন, তাতে কিন্তু সময়

লাগবে ভৈরববাবু। এক লটে ত কেউ কিন্‌বে না। সহর ত নয়, পাঁড়াগাঁ, এক একটা জিনিষের খদ্দের খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে কি না!”

ভৈরববাবু বলিলেন, “সুবিধে মত বিক্রী ক’রে, টাকা আমায় দিয়ে যাবেন। মেয়েটির বিয়ের চেষ্টা আমাকেই করতে হবে ত। গহনা বিক্রীর টাকায় আর ঐ টাকাতেই কিছু বিয়ে হবে না—ঘর থেকে আমাকেও কিছু বের করতে হবে বুঝতেই ত পারছেন!”

“হ্যাঁ, বুঝতে পারছি বৈকি! আপনার ভাইঝি, আপনি টাকা দেবেন না ত কে দেবে বলুন!”—এইরূপ আরও দুই চারিটি ভদ্রতা-সঙ্গত কথা কহিয়া প্রবোধবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জেঠাইমা

ভৈরববাবুর বাড়ী বাগবাজারে। প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা, কিন্তু গৃহের অয়তনের তুলনায় তাহার অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। ভৈরববাবুর তিন পুত্র, কন্যা নাই। জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ সপরিবারে ঝরিয়া-প্রবাসী, সেখানে থাকিয়া পিতার কয়লার খনিগুলির তত্ত্বাবধান করে। কনিষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিয়া, শেষ সার্টিফিকেটের জন্য ইয়র্কশায়ারে এক কয়লার খনিতে চাকরি করিতেছে। মধ্যমপুত্র খগেন্দ্রনাথ বিপত্নীক, সে সচরাচর এই বাড়ীতে থাকে বটে, কিন্তু কিছুকাল হইতে কোনও বিশেষ কারণে সে বোম্বাই-প্রবাসী। সেই বিশেষ কারণটি এস্থানে বলা আবশ্যক। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু দুই বৎসর হইল তাহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিয়াছে। পিতামাতা পুনরায় তাহার বিবাহ দিবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন সে স্বীকৃত হয় নাই। বন্ধু-বান্ধবের কাছে বলিত "Can one love twice?" "মানুষ কি দু'বার ভালবাসতে পারে?" বলিত, পরলোকগতা পত্নীর সহিত পুনর্ম্মিলনের আশায় তাঁহাকে ধ্যান করিয়াই সে ইহজীবন কাটাইয়া

দিবে। খগেন একটা বড় আপিসে, বেতনভোগী দালালের কার্য্য করিত, ইহাতে সে "কাঁচা পয়সা" রোজগার করিত বিস্তর। বৎসর-খানেক ব্রহ্মচর্য্যের পর, সে কুসঙ্গে পড়িয়া গেল। প্রথমে ধরিল মদ—নিতান্তই সাত্ত্বিকভাবে। "আমি কি আর সাধে মদ খাই? প্রাণের অসহ্য জ্বালা খানিকক্ষণ ভুলে থাকবার জন্যেই খাই।"—তারপর ক্রমে বন্ধু-বান্ধবের একান্ত অনুরোধে, তাহাদের সঙ্গীরূপে, পাড়াবিশেষে যাতায়াত—প্রথমটা নিতান্তই নিষ্কামভাবে। ক্রমশঃ, এরূপ ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাই ঘটিল। একাদিক্রমে ৪।৫ দিন বাড়ী না আসা, তাহাও ঘটিতে লাগিল। কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গেলে পুত্রের চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে এই আশায় ভৈরববাবু, খগেনের আপিসের বড় সাহেবকে ধরিয়া, ছয় মাসের জন্য তাঁহাদের বোম্বাই আপিসে বদলি করাইয়া দিয়াছেন। তাহার তিন মাস কাটিয়াছে, তিন মাস এখনও বাকী।

প্রবোধবাবু ও তাঁহার স্ত্রী সজল-নয়নে ভৈরববাবু-কর্ত্তৃক প্রেরিত ঝি ও দ্বারবানের হস্তে প্রতিমাকে সমর্পণ করিলেন। প্রতিমাও কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। প্রবোধবাবুর হাতটি ধরিয়া বলিল, "জ্যেঠামশাই, আপনি গিয়ে মাঝে মাঝে আমায় দেখে আস্‌বেন।" —"হ্যাঁ মা, দেখে আস্‌বো বৈকি!"—বলিয়া তিনি প্রতিমার শিরশ্চুম্বন করিয়া, কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

প্রতিমা

প্রতিমা যখন ভৈরববাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিল, বেলা তখন এগারটা। একজন ঝি তখন গৃহিণীর স্থূলদেহে তৈলমর্দ্দন কার্য্যে ব্যাপৃত। কক্ষের বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া, প্রতিমা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি কোনওরূপ আশীর্ব্বচন উচ্চারণ না করিয়া প্রথমটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। একবার তাহার নব্য ধরণের সাজগোজ এবং একবার বাহিরে পরিত্যক্ত জুতা যোড়াটা দেখিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "তুমিই বুঝি প্রতিমা?"

প্রতিমা বিনীতভাবে উত্তর করিল, "হ্যাঁ।"

"ওমা কি ঘেন্না!—তুমি যে পেল্লায় একটা মাগী হয়ে পড়েছ।"

পেল্লায় মাগী হইয়া পড়া ঘৃণার বিষয় কেন, প্রতিমা তা বুঝিতে না পারিয়া, নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। তখন আবার গৃহিণী বলিলেন, "ছি ছি, তোমার বাপ মিন্সে কি রকম লোক ছিল গো? এই ধেড়েকেষ্ট মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে রেখেছিল কি ক'রে? ওমা ঘেন্নায় মরি যে!"

প্রতিমার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হইল—ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই দণ্ডে এ গৃহ সে পরিত্যাগ করিয়া যায়। কিন্তু যাইবে কোথায়? তাহার আশ্রয় কোথায়? টপ্ টপ্ করিয়া তাহার নেত্রযুগল হইতে তপ্তঅশ্রু ঝরিতে লাগিল।

চোখের এই জলে বোধ হয় গৃহিণীর মন একটু নরম হইল। বলিলেন, "আচ্ছা, যা হবার তা হয়ে গেছে, যা ঝি নিয়ে যা, চান টান করুক্‌গে।"

ঝি বলিল, "দিদিমণি সে সব সেখানেই সেরে এসেছে মা। নাওয়া খাওয়া হয়ে গেছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওঃ, চুল রুক্‌খু দেখে আমি মনে করেছিলাম যে নাওয়া হয়নি। তুমি ইংরিজি পাশ করা মেয়ে, তেল মাখ না সাবান মাখ, তা আমার মনেই ছিল না। তা যাও কাপড় চোপড় ছাড়গে। ঝি তেতালার পূবের ঘরটায় নিয়ে যা, সেই ঘরটাই ওর জন্যে ঠিক করে রেখেছি।"

ত্রিতলে লইয়া গিয়া ঝি বলিল, আহা, তোমার মনে বড় কষ্ট হয়েছে দিদিমণি! তা, গিন্নীমার কথায় তুমি কাণ দিও না। ওঁর মুখটা ঐ রকম কড়ুয্যি, কিন্তু আসলে মানুষটা কিছু অনিন্দের নয়। এঁরা তোমার বিয়ে দিয়ে দেবেন, কাল রাত্রে কর্ত্তা গিন্নীতে বলাবলি করছিলেন। তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই।"

ঝি মনে করিল, এই আশ্বাসবাক্য দুঃখিনী বালিকার মনে যথেষ্ট সান্ত্বনার কার্য্য করিবে। প্রতিমা বলিল, "নীচে থেকে আমার বাক্স পেটরাগুলো কাউকে দিয়ে আনিয়ে দাও না!"

"তা দিচ্চি। আর শোন দিদিমণি, গিন্নীমা যখন খেতে

বস্‌বেন, আমি এসে তখন তোমায় ডেকে নিয়ে যাব, তুমি কাছটিতে ব'সে থাক্‌বে। একটু ভক্তিছেদ্দা দেখানো ভাল। কি করবে বল, কোন উপায় ত নেই!"

প্রতিমা দেখিল, ঘরখানি ছোট হইলেও, আবশ্যক আসবাব সবই আছে। ওদিকে আরও দুইখানি ঘর রহিয়াছে, ক্রমে জানিতে পারিল, তাহার একখানিতে বামুন ঠাক্‌রুণ অপর খানিতে ঝিয়েরা শয়ন করে। মাঝখানটায় খোলা ছাদ।

বাক্সগুলি আসিলে প্রতিমা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, নিজের বইপত্র বাহির করিয়া সেগুলি গুছাইতে লাগিল। ক্রমে ঝি আসিয়া তাহাকে নীচে ডাকিয়া লইয়া গেল। গৃহিণী আহারে বসিয়াছেন, বামুন ঠাক্‌রুণ অদূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার অঙ্গে একখানি আটপৌরে মিলের শাড়ী ও শাদা একটা সাধারণ জামা দেখিয়া, খাইতে খাইতে গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, এইবার তোমার গেরস্তর মেয়েটির মত দেখাচ্চে বটে। কেবল সীঁথিতে একটু সিঁদুর থাকলেই না বেশ মানানসই হত!"—বলিয়া তিনি মুখখানি গম্ভীর করিলেন। তারপর বলিলেন, "যখন প্রথম এসে তুমি দাঁড়ালে বাছা, আমার মনে হল একটা 'নাছ' কি 'লেডি ডাক্তার।' ওসব জুতো টুতো পরা এ বাড়িতে চলবে না কিন্তু।"

প্রতিমা বিনীত ভাবে বলিল, "আমি জুতো পরবো না জ্যেঠাইমা!"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, ওসব আমি ভালবাসিনে। ভাল কথা, অখাদ্যি টখ্যাদ্যি কিছু খাওনা ত? এই, মুর্গীটুর্গী?"

প্রতিমা বলিল, "না জ্যেঠাইমা, ওসব কখনও খাইনি।"

গৃহিণী বলিলেন, "তবু রক্ষে! না, ওসব খিষ্টানী মিষ্টানী আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। ছিঃ!"

প্রতিমার ইচ্ছা হইল বলে, "শুনলাম আপনার এক ছেলেকে বিলাতে পাঠিয়েছেন, তিনি ফিরে এসে কি হবিষ্যি করবেন?"—কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই রোধ করিল। গৃহিণী ধীরে ধীরে আহার-কার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। আধ ঘণ্টা পরে উঠিয়া, "যাও, একটু শোওগে"—বলিয়া আচমন করিবার জন্য তিনি স্নানের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

প্রতিমা উপরে গিয়া, শয্যায় বসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। ভাবিতে লাগিল, "এই জ্যেঠাইমা! না জানি জেঠামশাই কেমন যেমন দেবী তেমনি দ্যাবা হলেই ত চক্ষুস্থির। থাক্‌বো না এখানে—পালিয়ে যাব, ভিক্ষে করে খাব সেও ভাল।

সন্ধ্যার পর ভৈরববাবু যখন আপিস হইতে বাড়ী ফিরিলেন, তাহা প্রতিমা উপর হইতেই জানিতে পারিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঝি আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। প্রতিমা গিয়া ভৈরব বাবুকে প্রণাম করিল। ভৈরববাবু তাহাকে স্নেহপূর্ণ স্বরে আশীর্ব্বাদ করিয়া, কাছে বসাইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। অধিকাংশই

তাহার পিতামাতার কথা—তাহার কলেজের কথাও অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইহার কথা ও ব্যবহারে প্রতিমা সাহস পাইল,—কতকটা সান্ত্বনাও পাইল। বলিল, "জেঠামশাই, আমার ত অনেক দিন কলেজ কামাই হয়ে গেল।"

ভৈরববাবু বলিলেন, "কাল থেকে যাও আবার কলেজে। কত মাইনে দিতে হয়?

"মাসে ৬৲—আর ডে-স্কুল হলে, ৪৲ গাড়ীর জন্যে লাগ্‌বে।"

"দশ টাকা? আচ্ছা, কাল আমি নিজে তোমায় কলেজে রেখে আস্‌বো, আর গাড়ীরও ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আস্‌বো। কি মাসে তোমার একজামিন?"

"মার্চ্চ মাসে।"

"এখনও তবে ঢের সময় আছে। বেশ মন দিয়ে পড়া শুনো করবে—যাতে ভাল করে' পাস করতে পার।"

গৃহিণী বাহিরে দাঁড়াইয়া এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। কর্ত্তার এই 'আদিখ্যেতা' দেখিয়া, রাগে, তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন ইহা বলাই বাহুল্য।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জেঠামহাশয়

পরদিন প্রাতে গৃহিণী স্বয়ং তেতালায় গিয়া হাসিমুখে প্রতিমাকে সম্ভাষণ করিলেন, "হ্যাঁ মা, রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল ত? কোনও কষ্ট হয় নি?"

তাহার প্রতি রাতারাতি গৃহিণীর এই অভাবনীয় ভাব-পরিবর্ত্তনে প্রতিমা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কৈ, কাল সারাদিন জেঠাইমা ত একবারও তাহার সহিত হাসিমুখে কথা কহেন নাই। সে উত্তর করিল, "হ্যাঁ জেঠাই মা, বেশ ঘুমিয়েছিলাম।"

"আচ্ছা, তা হলে, মুখ হাত ধুয়ে নাও। তোমার জেঠামশাই বলেছেন তাঁর সঙ্গে চা' খাবে। হ্যাঁ মা, বলছ বেশ ঘুম হয়েছিল, তবে তোমার চোখ দুটো অমন ফুলো ফুলো কেন? রাত্রে কেঁদেছিলে বুঝি?"

প্রতিমা মস্তক অবনত করিয়া, নীরবে রহিল।

গৃহিণী করুণ সুরে বলিলেন, "আমারই ওটা ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে কাছে ক'রে নিয়ে শোয়াই আমার উচিত ছিল। একে নতুন জায়গা, তার ওপর আহা,মা বাপের শোক—তোমাকে একলা শুতে দেওয়া ঠিক হয় নি। আজ রাত্রে আমি তোমার ঘরেই শোব,

তোমাকে কাছটি করে নিয়ে শুয়ে থাক্‌বো, কেমন? কি করবে বাছা বল—অদেষ্টে যা লেখা ছিল. তা কি কেউ খণ্ডাতে পারে?"

এই কথা শুনিয়া প্রতিমার চোখ দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গৃহিণী সাদরে নিজ অঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া তাহাকে কত সান্ত্বনার কথা বলিলেন। বলিলেন, "বাপ মা কি কারু চিরদিনই থাকে বাছা? তাঁরা স্বর্গে গেছেন—এখন থেকে আমাদেরই তুমি বাপ্‌ মা বলে জানবে। যাও মা, চট্‌ করে মুখ হাত ধুয়ে নাও। আজ তোমাকে কলেজে যেতে হবে যে। সকালে সকালে খাওয়া দাওয়া সেরে, কর্ত্তা নিজে তোমাকে সঙ্গে করে কলেজে রেখে আসবেন।

স্নানকক্ষ হইতে ফিরিয়া প্রতিমা জেঠামহাশয়ের সহিত চা পান করিতে বসিয়া বলিল, "জেঠাইমা তুমি চা খাবে না?"

গৃহিণী একগাল হাসিয়া, স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওগো, শুন্‌লে মেয়ের কথা?"—প্রতিমার দিকে ফিরিয়া—"আমি এই সাত সকালে চা খাব কিরে বেটি? আমি চান করবো, আহ্নিক করবো, তবে ত জল মুখে দেবো!"

চা পান করিতে করিতে ভৈরববাবু প্রতিমাকে আবার তাহার কলেজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তোমাদের কলেজে গান বাজনা শেখায় ত?"

"হ্যাঁ শেখায় বৈকি। তবে গানের ক্লাসের জন্যে আলাদা মাইনে দিতে হয়।"

"তুমি গান শিখ্‌তে ত?"

"আগে শিখ্‌তাম। এদিকে এক বছর আর গানের ক্লাসের মাইনে বাবা দিতে পারতেন না।"

"ওঃ—আচ্ছা আবার তুমি গানের ক্লাসে ভর্ত্তি হও। কি কি বাজনা শেখায়?"

"হার্ম্মোনিয়ম, পিয়ানো, বেহালা, এস্রাজ—এই সব।"

"তাই ত! এ বাড়ীতে ওসব যন্তর ত নেই। তা হলে, কিনতে হবে কিছু কিছু।"

গৃহিণী এই সময় প্রশ্ন করিলেন, "কি সব গান শেখায়? ঠাকুর দেবতার গান, না থিয়েটারের গান টান বোধ হয়?"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "না, ঠাকুর দেবতার গানও নয়, থিয়েটারের গানও নয়। ব্রহ্মসঙ্গীত, রবিবাবুর গান—এই সব শেখায়।"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বেথুনেই ত রামপেসাদি গান, দাশুরায়ের গান শেখাবে! গিন্নী, তুমি ভারি সেকেলে।"

গৃহিণী হাত নাড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তুমি ত ভারি একেলে!—তা, যতই তুমি একেলেগিরি ফলাও, তোমার মেয়ে তোমায় একেলে ব'লে মানবে না।"

আহারে বসিবার পূর্ব্বে প্রতিমা বলিল, "জেঠাইমা, আমার একখানা ফর্শা কাপড় বের করে দিতে হবে যে! আমার কাপড় জামা ত ময়লা হয়ে উঠেছে—ফর্শা যা আছে তা সব বোর্ডিংএ আমার বাক্সের মধ্যে আছে।"

গৃহিণী অঞ্চল হইতে চাবির রিং খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "না ওগে বাছা,আমার কাপড়ের আল্মারি খুলে তোমার যে কাপড় পছন্দ হয় বের করে নাওগে। জামাও আছে, কিন্তু আমার জামা ত তোমার গায়ে হবে না! মেজ বউয়ের জামা টামাগুলোও সব আমারই আল্মারিতে রয়েছে—দেখগে যদি গায়ে হয়।" আলমারির চাবিটি নির্দ্দেশ করিয়া প্রতিমার হাতে দিয়া, পরলোকগতা পুত্রবধূর জন্য গৃহিণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রতিমা আল্মারি খুলিয়া নিজ পছন্দ মত কাপড় জামা বাহির করিয়া লইল। কলেজ যাইবার পূর্ব্বে, জেঠাইমা ও জেঠামশাইকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইল।

বিকালে কলেজের মোটর-বাস প্রতিমাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিল। প্রতিমা তাহার বোর্ডিং হইয়া নিজ বাক্স ও পুস্তকাদি লইয়া আসিয়াছে। গৃহিণী তাহাকে মাতৃবৎ স্নেহ যত্ন দেখাইতে লাগিলেন; কাছে বসিয়া তাহাকে জলযোগ করাইলেন। জলযোগ সারিয়া প্রতিমা বলিল, "যাই জেঠাইমা, পড়া করিগে, আমার পড়ায় অনেক কামাই হয়ে গেছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "যাও মা, বেশ মন দিয়ে পড়াশুনো করগে।"

সন্ধ্যাকালে ভৈরববাবু আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া, মুখহাত ধুইয়া জলযোগে বসিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতিমা কখন বাড়ী এল, কোথায় সে?"

"প্রায় পাঁচটার সময় এসেছে। তেতালার ঘরে বসে নিজের পড়াশুনো কর্‌ছে।"

"কলেজের গাড়ীতেই এল ত?"

"হ্যাঁ।"

"তার বাক্স, বইটই সব এনেছে?"

"হ্যাঁ, সব এনেছে।"

"সে সব কথা এখনও তাকে কিছু বলনি ত?"

"না, কখন আর বল্‌বো? আজ রাত্রে, আমি তার কাছে শোব বলেছি। সেই সময় বলবো।"

ভৈরববাবু বলিলেন, "দেখ, একেই বলে ভাগ্য। ছুঁড়িটার অদৃষ্ট ভাল বলেই, ওর বাপ মা ওকে এ অবস্থায় ফেলে মারা গেল। নইলে ধর, ওর বাপ বেঁচে থাক্‌লে হয়ত ও মেয়ের বিয়েই দিয়ে উঠতে পারতো না—এমন ঘর বর ত বহু দূরের কথা।"

গৃহিণী বলিলেন, "কিন্তু তুমি যাই বল,—আমার মনের খুঁৎখুতুনি যাচ্ছে না। ঐ বাপ মা মরা কুড়ানো মেয়ের সঙ্গে আমার অমন সোণার চাঁদ ছেলের বিয়ে দিলে, আমার কুটুম্ব-সুখটা

কি হবে বল দেখি? ছেলেকে একটা তত্ত্ব পাঠাবে এমন কেউ নেই। বেটাছেলে সোমত্ত বয়েস, সেজেগুজে শ্বশুরবাড়ী যাবে,—শ্বাশুড়ীর আদর যত্ন, শালী শালাজদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ—কিছুই ওর অদৃষ্টে ভোগ করা ঘটবে না। কাল রাত্রে তুমি আমায় বল্লে ছুঁড়িকে আদর যত্ন করতে—তাই করছি আমি। কিন্তু সেটা মন থেকে করতে পারছিনে ত! মৌখিক করছি।

ভৈরববাবু জলযোগ সমাপ্ত করিয়া হাত মুখ ধুইতে ধুইতে বলিলেন, "ও মৌখিক করতে করতেই ক্রমে আপনিই আন্তরিক হয়ে দাঁড়াবে। তুমি আর দু'মত কোর না, সুরো বিলেত থেকে ফিরলে ওরই সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "দু'মত আমি করিনি। কাল রাত্রে, যে ভয়ের কথা তুমি আমায় বল্লে, তা শুনে ত আমার বুক কেঁপে উঠেছে। ফিরে এসে একটা ব্রেহ্মজ্ঞানীর মেয়েকে, কিম্বা তাঁতি কলু কোনও বিলেত ফেরতের মেয়েকে বিয়ে কল্লেই ত গেছি আর কি!"

ভৈরববাবু বলিলেন, "সেইটেই ত প্রধান ভয় কিনা! খাঁটি হিন্দু সমাজের রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের মেয়েটি হবে,খুব সুন্দরী হবে,বেশী লেখাপড়া জানবে, গান বাজনা জানবে, এমন একটি মেয়ে কোথায় খুঁজে পাব বল? আর খুঁজতে খুঁজতেই, বাবাজী হয়ত একটা কুকাণ্ড করে'বসবেন! আমি যে মৎলবটি করেছি সেই ঠিক। কাল কি

পশু´ প্রতিমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে, সাহেব বাড়ী থেকে ও ফটো তোলাব। সেই ফটো একখানা সুরোকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখবো, এই কনে' তোমার জন্যে আমরা ঠিক করে' রেখেছি, তুমি ফিরে এলেই বিয়ে দেবো। কলেজে পড়ছে, গান বাজনা শিখছে এসব কথাও গুছিয়ে লিখে দেবো। সুন্দর মুখখানি দেখে, গুণের কথা শুনে, নিশ্চয়ই তার মনটি ওর দিকে ঝুঁকবে। তুমিও সেই রকম. এদিকে প্রতিমাকে গড়তে থাক।"

প্রতিশ্রুতি অনুসারে গৃহিণী আজ রাত্রে প্রতিমার নিকটেই শয়ন করিলেন। উত্তমরূপ ভূমিকা ফাঁদিয়া, তারপর আসল কথাটা ব্যক্ত করিলেন। পুত্রের রূপ গুণের বর্ণনাও, মার মুখে যেরূপ হওয়া স্বাভাবিক, তাহাই হইল। সুরেনের ফিরিতে এখনও এক বৎসর বিলম্ব আছে, ইতিমধ্যে প্রতিমার ভাল করিয়া পাস করা চাই,—ইহাও বলিলেন।

বলা বাহুল্য প্রতিমা এসব কোনও কথার কোনও উত্তর করিল না। কেবল,আজ প্রভাত হইতে জেঠাইমার ভাব পরিবর্ত্তনের রহস্য অবগত হইয়া, মনে মনে একটু হাসিল।

গৃহিণী আদর করিয়া প্রতিমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কর্ত্তার পরামর্শ অনুসারেই কার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রতিমার সাক্ষাতে, সুরেনের রূপগুণের প্রশংসা সর্ব্বদাই করি-

তেন। সে সব শুনিতে, ক্রমে প্রতিমারও বেশ মিষ্ট লাগিতে লাগিল।

প্রতিমা এই পরিবারে কন্যাবৎ অথবা পুত্রবধূবৎ আদরে ও যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। ভৈরববাবু তাহাকে একটা কটেজ পিয়ানো কিনিয়া দিয়াছেন। তবে ইহাতে পকেট হইতে সব টাকাটা দিতে হয় নাই—প্রতিমার পিতার আসবাব পত্র বিক্রয়ের টাকা প্রবোধবাবু ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে দিয়া গিয়াছিলেন।

ভৈরববাবু প্রতিমার ফোটোগ্রাফ তোলাইয়া, পরের বিলাতী মেলেই সুরেন্দ্রকে উহা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে নিজ অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। যথাকালে সুরেনের উত্তর আসিল। সে লিখিয়াছে—"আপনি ও জননী দেবী আমাকে যাহা করিতে আদেশ করিবেন, তাহাই আমি আনন্দের সহিত পালন করিব।"—গৃহিণী সেই পত্র প্রতিমাকে দেখাইয়াছেন।

ভৈরববাবু ও তাঁহার পত্নী এখন প্রতিমার পিতামাতার স্থান পূরণ করিতেছেন,—সুতরাং বাঙ্গালীর মেয়ের আজন্ম-সংস্কার বশে সে তাঁহাদেরই বিধান মাথা পাতিয়া লইয়াছে—সুরেনকেই নিজ ভাবী পতিরূপে হৃদয়ের গোপন কক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জেঠাইমার শয়ন কক্ষটি নির্জ্জন পাইলেই তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দেওয়ালে টাঙ্গানো সুরেনের ফোটোগ্রাফ খানির প্রতি সে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে; কাহারও পদশব্দ পাইলে পলাইয়া যায়। একদিন

সে এই চৌরকার্য্যে এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে গৃহিণী আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন তাহা কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই। গৃহিণী নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। রাত্রে হাসিতে হাসিতে স্বামীর নিকট তিনি এ বিষয়ে গল্প করিলেন। শুনিয়া ভৈরববাবুর মনটিও খুসি হইল। বলিলেন, "প্রতিমা কাল কলেজে গেলে, ছবিখানি ওরই ঘরে টাঙ্গিয়ে দিয়ে এস।"

প্রতিমা যথারীতি কলেজের গাড়ীতে কলেজ যাতায়াত করিতে লাগিল। পড়াশুনাও বেশ মন দিয়া করিতেছে—তাকে ভাল করিয়া পাস করিতেই হইবে ; কারণ গৃহিণী বলিয়াছেন, তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনাথ লেখাপড়ার অত্যন্ত অনুরাগী।

বিলাতের চিঠি আসিলে, ভৈরববাবু ইচ্ছা করিয়াই তাহা খোলা অবস্থায় টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখেন। প্রতিমা উহা লইয়া গোপনে পাঠ করিয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। দুই একবার তাহার মনে হইয়াছিল, পরের চিঠি আমি পড়বো কেন? তারপর সে নিজের সহিত তর্ক করিল—বারে, স্বামী বুঝি আমার পর?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

খগেন্দ্রনাথ

দেখিতে দেখিতে আশ্বিন মাস আসিয়া পড়িল। ভৈরববাবুর মধ্যমপুত্র খগেন্দ্রনাথ আজ প্রাতে বোম্বাই হইতে বাড়ী ফিরিয়াছে। মাতাপিতা দেখিয়া খুসী হইলেন, তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে, দেহের পূর্ব্ব লাবণ্য ফিরিয়া আসিয়াছে—দেখিয়া তাঁহাদের মনে ভরসা হইল, খগেন্দ্র বোধ হয় পূর্ব্ব মন্দ-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছে—ভাল ছেলে হইয়াছে। বাড়ীতে তাহার যথোচিত আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না।

মুখ হাত ধুইয়া স্নান করিয়া খগেন্দ্র তাহার ঘরের বারান্দায় বসিয়া চা পান করিতেছিল, তাহার জননী নিকটে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, হঠাৎ ত্রিতলের সিঁড়ি দিয়া এক সুবেশা সুন্দরী তরুণীকে নামিতে দেখিয়া, সে চমকিয়া উঠিল। প্রতিমা জানিত আজ খগেন্দ্র বাড়ী ফিরিয়াছে, উপর হইতে তাহাকে সে দেখিয়াও ছিল। সে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া কি একটা প্রয়োজনে ভৈরববাবুর ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, গৃহিণী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও প্রতিমা, এই যে তোর মেজ দাদা এসেছে। পেন্নাম করে যা।"

প্রতিমা ধীরে ধীরে আসিয়া, খগেন্দ্রের চেয়ারের নিকটবর্ত্তী হইয়া, গলায় আঁচল দিয়া তাহাকে প্রণাম করিল।

খগেন্দ্র অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া, মার পানে চাহিয়া বলিল, "কে মা? আমি ত চিনতে পারলাম না।"

গৃহিণী বলিলেন, "চিন্‌বি কোত্থেকে বাবা? তুই কি কখনও একে দেখেছিস যে চিন্‌বি? বরানগরে তোর এক কাকা থাকতেন মনে আছে কি? তোর মেঝ মামার সম্বন্ধী ছিলেন তিনি। এ বাড়ীতে ত আগে প্রায়ই আসতেন, তখন তুই ছোট। কর্ত্তাকে তিনি দাদা দাদা করতেন, সেইজন্যে আমিও তাঁকে ঠাকুরপো বলতাম। তাঁরই মেয়ে। বড় ভাল মেয়ে। ভারি লক্ষ্মী।"

প্রতিমা এই পর্য্যন্ত শুনিয়া, জেঠামহাশয়ের ঘরে যাহা লইতে আসিয়াছিল তাহা লইতে গেল।

খগেন্দ্র বলিল, "সীঁথিতে ত কৈ সিঁদূর দেখলাম না মা। এতবড় মেয়ে এখনও বিয়ে হয়নি?"

গৃহিণী বলিলেন, "না ওযে লেখাপড়া শিখ্‌ছে। ওর বাপের ইচ্ছে ছিল, মেয়েকে ভাল রকম লেখাপড়া শিখিয়ে, তারপর বিয়ে দেবে। তা, সেত মারা গেল কিনা। ওর মাও মারা গেল। ওদের আর কোনও আত্মীয়-স্বজন ছিলনা,—আমাদের ঘাড়ে এসে পড়লো। কুটুম্বের মেয়ে, আমরা ত ফেলতে পারিনে!"

খগেন্দ্র বলিল, "মেয়েটি বেশ সুন্দরী ত! কোন ক্লাসে পড়ে?"

"একটা পাস করেছে, দুটো পাশের পড়া পড়ছে। খাসা গান গায়। সন্ধ্যেবেলা প্রায়ই কর্ত্তাকে গান শোনায়।"

"বাঃ বেশ ত!"—বলিয়া খগেন্দ্র চায়ের পেয়ালায় মন দিতে চেষ্টা করিল।

আহারাদি করিয়া, বেলা দশটার সময় খগেন্দ্র তাহার আফিসে চলিয়া গেল। বোম্বাই যাইবার পূর্ব্বে, আফিস হইতে বিকালে প্রায়ই সে বাড়ী আসিত না;—কখনও রাত একটায় কখনও দুই-টায় আসিত। রাতে মোটেই বাড়ী আসিল না এমন ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটিয়াছে। আজ কিন্তু খগেন্দ্র সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী আসিল, এবং জলযোগাদি শেষ করিয়া, বেড়াইতে বাহির হইবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। ইহাতে তাহার পিতামাতা উভয়েই খুসী হইলেন।

সন্ধ্যার পর খগেন তাহার পিতার নিকটে বসিয়া বোম্বাই সহরের নানা গল্প করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে প্রতিমা আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল,—অন্যদিনের মত আজও সে জেঠামহাশকে গান শুনাইতে আসিয়াছে। কিন্তু খগেনকে দেখিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। ভৈরববাবু ডাকিয়া তাহাকে বসাইলেন, বলিলেন, "লজ্জা কি মা, এসে বস, খগেন যে তোমার দাদা হন।"

প্রতিমা তার জেঠামহাশয়ের কাছ ঘেঁসিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া, খগেনের গল্প শুনিতে লাগিল। মাঝে মাঝে গৃহিণীও

আসিয়া ২।৫ মিনিটের জন্য সেখানে বসিয়া, আবার চলিয়া যাইতেছেন।

গল্প শেষ হইলে খগেন্দ্র বলিল, "প্রতিমা, তুমি নাকি বেশ গান শিখেছ মার কাছে শুন্‌লাম—গাও না একটি।"

ভৈরববাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, ওদের কলেজে গান শেখায় কিনা। ও বেশ গান শিখেছে। গলাটিও ভারি মিষ্টি। গাও ত না একটি গান।"

প্রতিমা তখন সলজ্জ ঈষৎ হাসি হাসিয়া, উঠিয়া পিয়ানোর নিকট গিয়া বসিল। প্রথমে দুইটী ব্রহ্মসঙ্গিত এবং শেষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিষয়ক রবিবাবুর একটি গান গাহিয়া শুনাইল। খগেন্দ্র মুগ্ধনেত্রে প্রতিমার সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়াছিল। গান শেষ হইলে, সে কেবলমাত্র বলিল,—"বাঃ, বেশ চমৎকার!"

রাত্রি তখন ৯টা বাজিয়াছে। দুইচারি কথার পরই গৃহিণীর আদেশে সভা ভঙ্গ হইল, এবং পিতা-পুত্রে আহার স্থানে গিয়া বসিলেন। আহারকালে, কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়েরই মনে স্বতন্ত্র ভাবে এই চিন্তা উদিত হইল যে, খগেন্দ্র বহুকাল এভাবে গৃহে বসিয়া সান্ধ্যভোজন সমাধা করে নাই।

আহারান্তে পাণ লইয়া, খগেন্দ্র শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা না আসা পর্য্যন্ত মনে মনে প্রতিমার সুন্দর মুখখানি চিন্তা করিতে লাগিল। কণ্ঠস্বরটি কি কোমল ও

মিষ্ট! কথাবার্ত্তাগুলি কেমন মার্জ্জিত ও সুরুচি সম্পন্ন!—গান গায় কি চমৎকার। বাজারের বহু স্ত্রীলোকের—এমন কি নামজাদা গায়িকার গানও খগেন্দ্র শুনিয়াছে—তাদের গান হয়ত সুর লয় হিসাবে প্রতিমার গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে,—কিন্তু বামা কণ্ঠের সঙ্গীত ত অদ্যাবধি তাহাকে এতদূর মুগ্ধ করিতে পারে নাই!

দুইদিন গাড়ীর পরিশ্রমে তাহার দেহ ক্লান্ত ছিল, শীঘ্রই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাতা পুত্র

প্রতিমাকে যে খগেন্দ্রের কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথের ভাবি পত্নী স্বরূপ মনোনীত করিয়া রাখা হইয়াছে, এ সংবাদ গৃহিণী এ কয়েক দিন খগেন্দ্রকে দেন নাই—দিবার অবসর ঘটে নাই। খগেন্দ্রকে দশটায় এবং ভৈরববাবুকে এগারোটায় অফিসে বাহির হইতে হয়। প্রাতে গৃহিণী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। সন্ধ্যার পর যে পারিবারিক মজলিস বসে, তাহাতে প্রতিমা'ও উপস্থিত থাকে। খগেন্দ্রকে গৃহিণী নিরিবিলিতে পান নাই, সে কারণেও বটে এবং কথাটা তাহাকে জানাইবার কোনও জরুরী তাগিদও ছিল না—সুরেন্দ্রের ফিরিতে এখনও পুরা একটি বৎসর বিলম্ব আছে—সে জন্যও বটে,—খবরটা তিনি খগেন্দ্রকে এ পর্য্যন্ত বলেন নাই।

খগেন্দ্র এ দিকে যতক্ষণ গৃহে থাকে, নানা ছলছুতা খুঁজিয়া, প্রতিমার সহিত দেখা করিতে—তাহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এত সাবধানে সে চলিত যে, প্রতিমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ জন্মিবার অবকাশ হয় নাই। প্রতিমা একদিন কথায় কথায়, কোনও আধুনিক বঙ্গীয় মহিলা-কবির লেখার

প্রশংসা করিল। খগেন্দ্র বলিল, "বটে! তাঁর লেখা এত সুন্দর! তোমার কাছে তাঁর কোনও বই আছে নাকি?"

প্রতিমা বলিল, "না, কোনও বই আমার কাছে নেই। আমাদের কলেজের কমন রুমে যে সব মাসিক পত্র আসে, তাতে মাঝে মাঝে তাঁর লেখা বেরোয় কি না! দেখতে পেলেই আমি পড়ি।"

খগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কোনও বই নেই তাঁর?"

"হ্যাঁ—আছে বৈকি! ৩।৪ খান বই তাঁর আছে, বিজ্ঞাপনে দেখ্‌তে পাই।"

"আমি কখনও তাঁর লেখা পড়িনি। সেই বইগুলোর নাম যদি তুমি আমায় লিখে দাও, তা হলে লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে পড়ি দুই একখানা।"

"আচ্ছা—আমি আপনাকে লিখে দেবো এখন।"

সেই দিন কলেজ হইতে প্রতিমা বইগুলির নাম লিখিয়া আনিল, এবং সন্ধ্যাকালে, জেঠামহাশয় ও জেঠাইমার সমক্ষেই, কাগজখানি খগেন্দ্রের হাতে দিয়া বলিল, "এই নিন্ মেজদা,—আপনার লিষ্টি।"

ভৈরববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কিসের লিষ্টি, প্রতিমা?"

প্রতিমা বলিল, "সৌদামিনী দেবী বলে একজন কবি আছেন, তাঁর কি কি বই বেরিয়েছে মেজদা' জান্‌তে চেয়েছিলেন,

আমি তাই কলেজে মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপন থেকে ওঁর জন্যে টুকে এনেছি!"

ভৈরববাবু শুধু বলিলেন, "ওঃ!"—তিনি আর কিছু বলিলেন না বা এই সৌদামিনী দেবী সম্বন্ধে কোনওরূপ কৌতুহল প্রকাশ করিলেন না। পড়াশুনার দিকে ছেলের মন যাইতেছে, ইহা জানিয়া তিনি মনে মনে খুসীই হইলেন।

পরদিন খগেন্দ্র অফিস হইতে ফিরিয়া, জলযোগাদি শেষ করিয়া সিগারেট খাইতে খাইতে জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, প্রতিমা কোথা?"

মা বলিলেন, "কেন রে সে উপরে আছে।"

"তার বই।"—বলিয়া, হাতের তিনখানি বহি মাতাকে দেখাইয়া সে ত্রিতলে চলিয়া গেল। মা মনে করিলেন, প্রতিমা বোধ হয় তার দাদাকে কোনও বহি কিনিয়া আনিতে বলিয়াছিল, সে তাই আনিয়াছে।

প্রতিমা তখন নিজের ঘরে বসিয়া আপনার পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছিল। হঠাৎ মেজদাদাকে তথায় দেখিয়া সে একটু চমকিত হইয়া, তাহার দিকে চাহিল। খগেন বলিল, "প্রতিমা রাণী, বই তিনখানা এনেছি, এই নাও।"

মেজদার মুখে নিজের নূতন নামকরণ শুনিয়া প্রতিমা চমকিত হইল। বহিগুলি হাতে লইয়া বলিল, "এ যে নতুন বই দেখ্‌ছি।"

"হ্যাঁ, তোমার জন্যে কিনে আন্‌লাম।"

"আমার জন্যে? আমি ত কিনে আন্‌তে বলিনি মেজদা! আপনি বল্লেন, কোন লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে আপনি নিজে পড়বেন, তাই আপনাকে আমি তালিকা লিখে দিয়েছিলাম।"

"কিন্তু তুমি যে বল্লে ভাই, এই কবির লেখা পড়তে তোমার খুব ভাল লাগে! আমি কি আর নিজে পড়বো? তুমিই ভাল ভাল কবিতা বেছে প'ড়ে প'ড়ে আমায় শোনাবে—তাই কিনে আনলাম। তুই একটা পড় না, শুনি।"—বলিয়া খগেন্দ্র প্রতিমার খাটের প্রান্তে বসিয়া পড়িল।

খগেন্দ্রের আচরণ দেখিয়া মনে মনে প্রতিমা বিরক্ত হইল। বলিল, "না না, এখন আপনি যান মেজদা! এখন কি কবিতা পড়বার সময়? এখন আমি এক্‌জামিনের পড়া তৈরি করছি।"—বলিয়া সে চেয়ারে বসিয়া, নিজ পাঠে মন দিল।

খগেন্দ্র মুগ্ধনেত্রে, প্রতিমার সে ঈষৎ-ক্রোধ রঞ্জিত মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল। আশা, সে যদি পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া একবার তার দিকে চায়। কিন্তু প্রতিমা তাহা করিল না। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া খগেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। এক পা এক পা করিয়া প্রতিমার নিকটস্থ হইয়া, তাহার স্কন্ধে মৃদু করাঘাত করিতে করিতে বলিল, "প্রতিমা, রাগ করলে ভাই? আচ্ছা পড়, আমি চল্লাম।" —বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

প্রতিমা একবার চকিতে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, খগেন্দ্র সত্য সত্যই চলিয়া গিয়াছে। সে তখন পাঠ পরিত্যাগ করিয়া, নানারূপ চিন্তায় মগ্ন হইল। খগেন্দ্রের এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? আজ 'প্রতিমা রাণী', 'ভাই'—সহসা এই অতি-পরিচয়ের চেষ্টা কেন? মা বাপের সম্মুখে যদি বলিত, কোন দোষ হইত না বটে।—ভাই বোন সম্পর্কে এরূপ সম্বোধন প্রচলিত আছে। বড় ভাইয়ের তুল্য—ডবল প্রায় বয়স। তার উপর আজ বাদে কাল, একটা সত্যকার সম্পর্ক হইবে। প্রতিমা জানিত ব্রাহ্মসমাজে, বিলাত ফেরৎ সমাজে, স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে, নিজ জ্যেষ্ঠ সহোদর তুল্য জ্ঞান করাই প্রথা,—ভাসুর দেখিয়া পলায়ন করার প্রয়োজন হয় না, এবং স্বামীর কনিষ্ঠকে, নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতই দেখিতে হয় এবং দেওরকে আদিরসাত্মক ঠাট্টা তামাসা করা "সেকেলে" প্রথা বলিয়াই গণ্য। কিন্তু পাঁচজনের সমক্ষে একরকম ব্যবহার,—আর নিরিবিলি পাইলে অন্য রকম—ইহা কিছুতেই সে সঙ্গত ও শোভন বলিয়া মনে করিতে পারিল না। ভাবী স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া তাহার মনে খগেন্দ্রের প্রতি যে একটু আত্মীয়স্নেহ সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা খগেন্দ্রের আজিকার এই আচরণে দূরীভূত হইয়া গেল এবং খগেন্দ্রের প্রতি তাহার মন বিমুখ হইয়া উঠিল।

ঘড়িতে ছয়টা বাজিল। প্রতিমা তখন নিজ পাঠ্য পুস্তক বন্ধ করিয়া, ছাদে গিয়া একটু বেড়াইবার জন্য উঠিল। ভৈরববাবু

ছাদটির চারিদিকে উচ্চ আলিসা গাঁথাইয়াছিলেন—যাহাতে, বাড়ীর মেয়েরা কেহ ছাদে উঠিলে, রাস্তা হইতে অথবা অন্য বাড়ী হইতে কেহ দেখিতে না পায়। এবং সে পাড়ায় এই বাড়ীর উচ্চতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়াতে অন্য কোন ছাদ হইতেও এ ছাদ দৃষ্টিগোচর হইত না।

প্রতিমা বাহির হইয়া ছাদে কিছুক্ষণ বেড়াইল। ক্রমে দিনের আলো নিবিয়া আসিতে লাগিল। তারপর, হর্ণের শব্দে সে জানিতে পারিল, তাহার জেঠামহাশয় বাড়ী ফিরিয়াছেন। সে তখন নীচে নামিয়া গেল।

ভৈরববাবুর জলযোগাদি সমাপ্ত হইলে, খগেন্দ্র অন্য দিনের মত, আজিও প্রতিমার গান শুনিবার জন্য পিতার কক্ষে আসিয়া বসিল। কিন্তু শুনিল, তিনি ভবানীপুরে একটা নিমন্ত্রণে এখনই বাহির হইয়া যাইবেন। সুতরাং আজ আর গান হইবে না।

আটটা বাজিবার পূর্ব্বেই ভৈরববাবু বাহির হইয়া গেলেন। প্রতিমা বলিল, "আমি তাহলে উপরে যাই জেঠাইমা,—পড়িগে। কালকের অনেক পড়া বাকী রয়ে গেছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "যাও মা, পড়গে।"

প্রতিমা চলিয়া গেল।

খগেন্দ্রও উঠিয়া বলিল, "আমিও যাই। বায়স্কোপে একটা ভাল ফিল্ম আছে—আজ দেখতে যাব।"

গৃহিণী বলিলেন, "বোস্ না বাবা। একটু কথাবার্ত্তা কই। বায়স্কোপে না হয় অন্যদিন যাবি। দু'দণ্ড বোসে যে তোর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কইবো,—সে অবসর পাইনে।"

অপ্রসন্নভাবে খগেন বসিল।

তাহার জননী তখন কথাটা পাড়িলেন। বলিলেন, "বাবা, আর কতদিন এভাবে থাক্‌বি, বল্ দেখি? দু'বছরের উপর যে হয়ে গেল, এইবারে একটা বিয়ে থাওয়া কর্!"

খগেন্দ্র একথা শুনিয়া নীরব হইয়া রহিল। ইহাতে তাহার জননী একটু আশ্বস্ত হইলেন, কারণ পূর্ব্বে এরূপ প্রস্তাব করিলে ছেলে তৎক্ষণাৎ ঘোর আপত্তি জানাইত। গৃহিণী বলিলেন, "ভাল একটি মেয়ে খোঁজ করতে বল্‌বো ওঁকে?"

খগেন্দ্র একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া মার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা মা, ঐ প্রতিমার বাপ আমাদের স্বঘর ত?"

"হ্যাঁ আমাদের স্বঘর বৈকি, কুটুম্ব যে!"

খগেন্দ্র নীরবে বসিয়া যেন কি চিন্তা করিতে লাগিল। গৃহিণী ভাবিলেন, ছেলে একথা জিজ্ঞাসা করে কেন? প্রতিমাকেই বিবাহ করা উহার অভিলাষ নাকি? তাঁহার স্মরণ হইল, উহাকে যে সুরেনের বধূরূপে মনোনীত করিয়া রাখা হইয়াছে, সেকথা ত এখনও খগেনের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। তিনি শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবছিস, বাবা?"

খগেন্দ্র মুখ তুলিয়া বলিল, "আচ্ছা মা, বিয়ে না দিয়ে যদি না-ই ছাড়, তবে ঐ প্রতিমার সঙ্গেই আমার বিয়ে দাও না কেন?"

গৃহিণী বলিলেন, "এই ছ্যাখ্, যা মনে করেছি, তাই!—ওকে যে সুরেনের সঙ্গে বিয়ে দেবো ব'লে রেখেছি বাবা! ওকথা প্রতিমাকেও বলা হয়েছে, সুরেনকেও উনি লিখেছেন, সেও রাজি হয়ে চিঠি লিখেছে।"

কথাটা শুনিয়া খগেনের মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তবে সে প্রকৃত ক্রোধের কারণ অপ্রকাশ রাখিয়া বলিল, "তাই নাকি? তবে একথা এতদিন আমায় বলা হয়নি কেন? আমি বুঝি বাড়ীর কেউ নই? আমার মতামতের কোন মূল্যই নেই বুঝি? আমার ছোট ভাইয়ের বিয়ের সম্বন্ধে পাকাপাকি করবার আগে, আমাকে কথাটা একবারে জিজ্ঞাসা করাও তোমরা বাহুল্য মনে ক'রেছিলে?"

পুত্রের মনের ভাব বুঝিয়া গৃহিণী শঙ্কিতভাবে বলিলেন, "তুই রাগ করছিস কেন বাবা? এসব কথা যখন হয়, তখন তুই কি এখানে ছিলি? তুই ত ছিলি বোম্বাইয়ে! তুই বাড়ী আসার পর, তোকে বল্‌বো বল্‌বো কতদিন মনে করেছি কিন্তু বলার সুযোগ পাইনি। প্রতিমা ছাড়া পৃথিবীতে কি আর ভাল মেয়ে নেই রে? আমি যদি ওর চেয়েও সুন্দরী, ঐ রকম ডাগর, ঐ রকম লেখাপড়া জানা মেয়ে এনে দিতে পারি, তাহলে তুই বিয়ে করবি ত?"

খগেন্দ্র রুক্ষস্বরে বলিল, "না, করবো না। এতদিন পরে, দয়া ক'রে যদি রাজি হলাম, তা তোমরা আবার বেঁকে বস্‌লে! যাও, আমি আর বিয়েই করবো না!"—বলিয়া ক্রোধভরে খগেন্দ্র উঠিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

নিজের ঘরে গিয়া, মাথায় হেয়ার লোশন ঢালিয়া খগেন্দ্র চুল ফিরাইল, বাক্স খুলিয়া দেশী ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী বাহিব করিয়া পরিধান করিল। জামায় চাদরে এসেন্স মাখিল, হাতে সোণার রিষ্টওয়াচ্‌ বাঁধিল। কয়েকখানা নোট পকেটে পুরিয়া, পাম্পশু পায়ে দিয়া, সোণা বাধানো ছড়ি হাতে করিয়া, বাহির হইতে উদ্যত হইল। তাহার জননী এতক্ষণ রেলিং ধরিয়া ভিতর-বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি পুত্রের চাদর চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "চল্লি কোথা বল দেখি?"

খগেন্দ্র জননীর হাত হইতে জোরে চাদর ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "চুলোয়! মন ভয়ানক খারাপ হয়ে গেছে—এত অপমান জীবনে কোনও দিন হইনি। একটু বেড়িয়ে আসি।"

মা বলিলেন, "না রে না, এখন বেরুতে হবে না। আয়, ঘরে আয়, কথা বলি শোন্‌।"—বলিয়া তিনি পুত্রের হাত ধরিয়া, এক রকম টানিতে টানিতেই, তাহাকে তাহার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

খগেন্দ্র খাটের প্রান্তে বসিয়া বলিল, "কি বল্‌বে শীগ্‌গির বল।"

মা বলিলেন, "অপমানটা তোর কিসে হল, শুনি ?"

"অপমান নয় ? শুধু জুতো মারলেই বুঝি মানুষকে অপমান করা হয় ? এক সময় কত সাধ্যসাধনা করেছ, কত কেঁদেছ পর্য্যন্ত, কিন্তু আমি রাজি হইনি। আজ যদি রাজিই হলাম, কোথায় আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছ মনে ক'রে, যাকে আমি চাইলাম তারই সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে, তা নয় উলটো উৎপত্তি ! এতবড় আস্পদ্দা তোমাদের !—বেঁচে থাকুক আমার সোণাগাছি বামবাগান ! নেই মাংতা বিয়ে !"—বলিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে খগেন্দ্র খাট হইতে নামিল।

গৃহিণীও অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "হ্যাঁরে হতভাগা ছেলে ! মার সামনে ওসব অকথা কুকথা বলতে তোর মুখে একটুও বাধলো না ? বুকের রক্ত দিয়ে তোকে যে মানুষ করেছিলাম, সে কি তোর মুখ থেকে এই সব অশ্রাব্য কথা শোনবার জন্যে ? দুধ কলা খাইয়ে একটা কালসাপ পুষেছি, বল ! এসব কথা কর্ত্তার কাণে গেলে, তিনি কি রক্ষে রাখবেন ভেবেছিস ?"—বলিতে বলিতে ক্রোধে তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মাতার এই ভাব দেখিয়া, খগেন্দ্র থতমত খাইয়া গেল। একটু নরম হইয়া বলিল, "অকথা কুকথা আবার কখন্ বল্লাম !"

মা বলিলেন, "তোর যদি সেই বুদ্ধিই থাকবে, তাহলে তোর এ দুর্দ্দশা কেন ? তোর অদৃষ্টে দুঃখ আছে, আমি কি করবো বল ?"

খগেন্দ্র ছড়িটা যথাস্থানে রাখিয়া, বিদ্যুৎপাখার বেগ বাড়াইয়া দিয়া চাদরখানা খুলিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া, একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, "তোমরা মনে করলেই আমার দুঃখ ঘোচাতে পার,—তা করবে না যখন, তখন আমার অদৃষ্টকে দোষ দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি বল ?"

"করবার হলে কি আর করতাম না রে ?"

"কেন, বাধাটা কি শুনি ? সুরো এখন রয়েছে বিলেতে, একবছর পরে আস্‌বে। প্রতিমার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েও যায়নি, কিছুই না ! আমার জন্যে যে আরও সুন্দরী ডাগর মেয়ের ব্যবস্থা করছিলে, সেই রকম একটি খুঁজে সুরোর জন্যে রাখলেই ত হয়। সুরোকে লিখেছ, প্রতিমাকে বলেছ, তাতে আর কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে ? এমন ত কত পাকাপাকি সম্বন্ধ লোকের ভেঙ্গে যাচ্চে,—অন্য যায়গায় বিয়ে হচ্চে ! ধনুকভাঙ্গা পণ ত আর কিছু নয় !"

মা বলিলেন, "ধনুকভাঙ্গা পণ কেন হবে ? আচ্ছা, কর্ত্তা বাড়ী আসুন, তাঁকে একথা বলি। তুই বাবা ঠাণ্ডা হ, মন খারাপ করিসনে। খোল, জামা-টামা খুলে ফেল্‌।" বলিয়া নিজেই তিনি পুত্রের জামার বোতাম খুলিয়া দিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কর্ত্তার কৌশল

সেই রাত্রেই গৃহিণী কর্ত্তার নিকট কথাটা পাড়িলেন।

ভৈরববাবু শুনিয়া বলিলেন, "সেকি? তাকি কখনও হ'তে পারে? সুরোকে আমি প্রতিমার ফটো পর্য্যন্ত পাঠিয়েছি, সেও গোপালটির মত আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছে, এখন আবার কি ক'রে তাকে উল্‌টো কথা লিখি?

গৃহিণী বলিলেন, "কিন্তু উপায় কি বল? ও যে রকম আবদার নিয়েছে, ওকে ত থামানো যাবে না। শেষে কি হিতে বিপরীত হবে?"

"কেন, হিতে বিপরীত কি হবে?"

"বউ মরার পর থেকে, ছেলে কি রকম বিগ ড়ে গিয়েছিল তা তো দেখেছে। ওর ঐ রকম বেচাল দেখেই ত তুমি ওর অপিসের বড় সাহেবকে ব'লে ছ' মাসের জন্যে ওকে বোম্বাই পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলে। যা মনে করে তা করেছিলে, মা কালী মা দুর্গার ইচ্ছেয় তা সফলও হয়েছে। দেখ, ছেলে এক হপ্তা হল বাড়ী এসেছে, একটি দিনের তরেও সন্ধ্যেবেলা বেরোয় নি। প্রতিমাকে বিয়ে করবে ব'লে বায়না নিয়েছে, ওকে সে বিষয়ে

নিরাশ করলে, যদি আবার বিগ্‌ড়ে যায়?”—খগেন্দ্র যে প্রকাশ্য-ভাবে সেই ভয় দেখাইয়াছে, গৃহিণী তাহা স্বামীর নিকট প্রকাশ করিলেন না;—কারণ তিনি বিলক্ষণ জানেন, উহা শুনিলে কর্ত্তা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিবেন।

ভৈরববাবু কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। হাঁ, ইহা একটা ভাবিবার কথা বটে। অবশেষে তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, ভেবে চিন্তে দেখি, তারপর যা হয় করা যাবে। আজ অনেক রাত হয়েছে,—আজ ঘুমানো যাক্।”

পরদিন আপিসে গিয়া ভৈরববাবু, পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে বিলাতে একখানি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। “পরম কল্যাণবরেষু, গত মেলে তোমার পত্র পাইয়া, সকল সংবাদ অবগত হইলাম। সমুদ্রতীরে দুই সপ্তাহ বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। প্রতি পত্রে তোমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ দিতে অবহেলা করিবে না। তোমার পরীক্ষা সন্নিকট, অধিক পরিশ্রম করিতে হইতেছে, এখন খুব সাবধানে থাকিবে।

“আজ আর একটি কথা তোমায় লেখা প্রয়োজন হইয়াছে।”

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ভৈরববাবুর লেখনী থামিয়া গেল। কথাটা কিভাবে লিখিলে শোভন ও সঙ্গত হয়, তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পছন্দমত ভাষা কিছুতেই খুঁজিয়া পাইলেন না।

দুই তিনবার লিখিয়া, চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোনও মুশাবিদাই তাঁর মনঃপূত হইল না। আজ বুধবার, বিলাতী ডাকের দিনও নয়,—আগামী কল্যও চিঠি লিখিলে চলিতে পারে। বিরক্ত হইয়া, অদ্যকার মত তিনি কলম বন্ধ করিলেন।

সন্ধ্যার পর তিনি গৃহে পৌঁছিলেন। অন্য দিনের মত, আজও প্রতিমা আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। খগেন পূর্ব্বেই আপিস হইতে আসিয়াছিল। চা পান করিবার সময় ভৈরববাবু পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গৃহিণীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

চা পান করিতে করিতে ভৈরববাবু পুত্রের সঙ্গে বেশ প্রসন্ন মনে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পিতার ভাব দেখিয়া খগেনের মনে হইল, তবে বোধ হয় তাহার আবেদন মঞ্জুর। এই আশায় তাহার মনটি পুলকিত হইয়া উঠিল।

চা পান পর্ব্ব শেষ হইলে, ভৈরববাবু প্রতিমাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "কাল রাত্রে আমি যখন নিমন্ত্রণ থেকে ফিরলাম, তখন দেখলাম, তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। রাত তখন প্রায় ১১টা। তুমি কি অত রাত্রি অবধি পড় নাকি ?"

প্রতিমা বলিল, "হ্যাঁ জ্যাঠা মহাশয়—পড়তে হয়। এগ জামিন আসছে—বেশী সময় ত আর নেই।

ভৈরববাবু বলিলেন, "কিন্তু অত রাতজাগা ত ভাল নয় মা! যদি অসুখ বিসুখ হয়ে পড়ে, তখন যে মুস্কিল হবে!"

প্রতিমা বলিল, "সকালবেলা ত বেশী সময় পাইনে। রাত্রে খাওয়ার পর ঘণ্টা দুই তিন না পড়লে ত চলে না।"

ভৈরববাবু বলিলেন, "না না, সেটা ঠিক হচ্চে না মা!—স্বাস্থ্যটা আগে,—পড়াশুনা তারপর। আচ্ছা, এখন থেকে এক কায কর না হয়। তুমি কলেজ থেকে বাড়ী এস ক'টার সময়!"

"প্রায় পাঁচটা। গাড়ীর শেষ ট্রিপে যাই,—তাই শেষ ট্রিপে আসতে হয়।"

"আচ্ছা, তা, পাঁচটার সময় বাড়ী এসে, মুখ হাত ধুতে জলটল খেতে ঘণ্টাখানেক। ছ'টা কিম্বা সাড়ে ছ'টা থেকে তুমি পড়তে বোসো না কেন? খাওয়া দাওয়া হতে ত সাড়ে ন'টার কম নয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "মেয়ে যে তোমার জন্যে ব'সে থাকে। তুমি অফিস থেকে এলে তোমার জুতোটি খুলে দেবে—গোসলখানায় তোমার তোয়ালেটি সাবানটি রেখে আসবে, তোমায় জল খাওয়াবে, তারপর, তুমি সুস্থ হলে, তোমায় গান শোনাবে—কাযেই পড়তে পায় না।"

ভৈরববাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই বটে। তা মা, তুমি তোমার

বুড়ো জেঠামহাশয়ের সেবা করবার, এর পরে ঢের সময় পাবে, এখন এগ জামিনের ক'টা মাস তুমি পড়াশুনো কর।"

খগেন মনে মনে বলিল, "বুড়ো জেঠামহাশয়ের, না শ্বশুরের? মেঝ বউ রূপে না ছোট বউ রূপে, বাবার মনে কি আছে তা উনিই জানেন।"

প্রতিমা বলিল, "তাহ'লে আজ কি এখন আমি পড়তে যাব, জেঠামশাই?"

ভৈরববাবু বলিলেন, "আজ ত আটটা বাজে। আজকের সন্ধ্যাটা ত তোমার প্রায় নষ্টই হয়েছে। আজ দুটো গানটান শোনাও।—কি বল খগেন?"

খগেন সলজ্জভাবে বলিল, "বেশ ত!"—পিতার এ কথায় এবং আজ সন্ধ্যায় তাঁহার প্রসন্নতার ভাব দেখিয়া তাহার মনে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বলবতী হইল।

গানের সময় এবং অন্য সময়ও ভৈরববাবু লক্ষ্য করিলেন, খগেন মাঝে মাঝে লোলুপ দৃষ্টিতে প্রতিমার মুখপানে চাহিয়া থাকে।

রাত্রে আহারান্তে, যে যার স্থানে শয়ন করিতে গেল। নির্জ্জন পাইয়া গৃহিণী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো খগেনের বিষয় তুমি ভেবে কি স্থির করলে?"

ভৈরববাবু বলিলেন, "স্থির ত আমি কিছুই এখনও করতে

পারিনি। তবে একটা ফন্দি আমার মাথায় এসেছে। খগেনকে এখন হাঁ না কিছুই বলবার দরকার নেই। এদিকে, কালই আমি একটি খুব সুন্দরী ডাগর মেয়ে খোঁজবার জন্যে কয়েকজন ঘটক ঘটকী লাগিয়ে দিই। যদি গরীবের মেয়েও হয়, তাতেও আটকাবে না, না হয় কিছু দেবে থোবে না। তারপর সেই মেয়ে খগেনকে দেখাই। যদি ওর চোখে ধ'রে যায়, তাহ'লে আমাদের আগেকার বন্দোবস্ত বদ্‌লাবার আর কিছু দরকার হবে না।"

"ও যদি জিজ্ঞাসা করে, কার জন্যে মেয়ে দেখা হচ্চে ?"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। তোমাকে হয়ত জিজ্ঞাসা করবে। তখন তুমি ওকে বোলো, দুটি বউ ত আমাদের দরকার, সবদিক বিবেচনা ক'রে, যেটিকে যে বউ করা পরামর্শ হয় তাই করা যাবে।"

"আচ্ছা, তাই আমি বলবো। কিন্তু ওকি গোঁ ছাড়বে ?"

"প্রতিমার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে পেলে, ওর মত বদলেও যেতে পারে। এ একটা চোখের নেশা বৈত নয়। সুন্দরী যুবতী মেয়ে, সাজগোজ ক'রে দিনরাত চোখের সামনে ঘুরছে ফিরছে—একটা ঝোঁক হয়ে পড়েছে আর কি !"

"প্রতিমাকে তবে এখন আমি কিছু বলবো না ত ?"

"না। তবে খগেন যতক্ষণ বাড়ী থাকে, প্রতিমা যেন দোতালায় না নামে ;—বোধ হয় বলতেও হবে না, ও ত নিজের পড়াশুনো

নিয়েই ব্যস্ত। সেই কারণেই, সন্ধ্যেবেলা ওর গান গাওয়া বন্ধ করলাম।”

গৃহিণী বলিলেন, “তা আমি তখনই বুঝতে পেরেছি।”

পরদিন প্রাতে, আপিস যাইবার সময় পর্য্যন্ত, খগেনের উৎসুক নয়ন, প্রতিমাকে কোথাও দেখিতে পাইল না। অন্যদিন বাড়ী ফিরিতে তাহার সন্ধ্যা ছয়টা বাজে। কিন্তু ছয়টার সময় ত প্রতিমা তেতালায় গিয়া পড়িতে বসিবে। তাই আজ সে চেষ্টা করিয়া সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

মা আসিয়া বলিলেন, “কর্ত্তার ত এখনও ফিরিতে দেরি আছে, তুমি ততক্ষণ চা খেয়ে নাও না বাবা!”

মাতা নিকটে বসিয়া পুত্রকে জলযোগ করাইলেন। চা পান করিতে করিতে খগেন জিজ্ঞাসা করিল, “প্রতিমা কোথা মা? উপরে পড়ছে বুঝি?”

“হাঁ।”

“এখনো ত ছটা বাজেনি।”

মা বলিলেন, “সে স্কুল থেকে এসেই উপরে গেছে। উপরের গোসলখানাতেই হাতমুখ ধুয়ে, উপরেই জলটল খেয়েছে।”

“ওঃ”—বলিয়া খগেন নীরবে চা পান করিতে লাগিল। শেষ হইলে বলিল, “সে বিষয়ে বাবাকে তুমি কিছু বলেছ মা?”

“হ্যাঁ, বলেছি বৈ কি,—সেই রাত্রে বলেছি—পশু’।”

কর্ত্তার কৌশল

"বাবা কি বল্লেন ?"

"উনি বল্লেন, আচ্ছা, দেখি ভেবে চিন্তে। সুরোকে চিঠি আগেই লিখে রেখেছেন কিনা, তাই একটু মুস্কিলে পড়েছেন। তা ছাড়া আরও বল্লেন, প্রতিমার এগ্‌জামিনটে হয়ে না গেলে ত বিয়ে হতে পারে না—এতদিন পড়লে, পাসটা করুক , তারপর যা হয় হবে।"

পিতার উত্তর শুনিয়া খগেন খুসী হইতে পারিল না—তবে একান্ত নিরাশও হইল না।

রবিবার আসিল। প্রাতে ভৈরববাবু পুত্রকে বলিলেন, "খগেন, তুমি এবেলা বেরিও না, বেলা ন'টার সময় আমার সঙ্গে তোমায় এক জায়গায় যেতে হবে।"

কোথায় যাইতে হইবে, কি প্রয়োজনে, একথা রাশ-ভারি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে খগেনের সাহস হইল না। সে জননীকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

মা বলিলেন,"বলছিলেন, একটি ভাল মেয়ের সন্ধান পেয়েছেন। তোমায় সঙ্গে নিয়ে তাকে দেখ্‌তে যাব।—"

"কেন মা ?"

"বলছিলেন, এখন দুটী বউই ত আমাদের দরকার। সুরো বিলেত থেকে ফিরে আসতে আসতে আর একটি ঠিক করে রাখি।"

"ওঃ—সুরোর জন্যে!"—বলিয়া খগেন প্রস্থান করিল। তার জননী এ কথায় সায়ও দিলেন না, অথচ কোনও প্রতিবাদও করিলেন না।

মেয়ে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে গৃহিণী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, কেমন দেখলি?"

"খুব সুন্দরী নয়, তবে মন্দও নয়।"

"প্রতিমার মত?"

"না, প্রতিমার মতও নয়!"

"বয়স কত?"

"পনেরো ষোল।"

"কর্ত্তার পছন্দ হল?"

"না, তিনি পছন্দ করেন নি।"

"তা তো করবেনই না। তিনি বলেছেন কিনা, যে, প্রতিমার চেয়েও সুন্দরী মেয়ে দরকার।"

খগেন মনে করিল, বাবা সুরোকে প্রতিমার ফটো পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিয়াছেন,—প্রতিমা হইতে সুরোকে বঞ্চিত করিতে হইলে, প্রতিমার চেয়েও সুন্দরী মেয়ে তাহার জন্য স্থির করিয়া রাখা আবশ্যক, ইহাই বোধ হয় বাবার মনের অভিপ্রায়।

সন্ধ্যার সময় প্রতিমা আর জেঠামহাশয়ের ঘরে তাঁহাকে গান শুনাইতে আসে না। খগেনের সন্ধ্যা আর কাটিতে চাহে না।

দুই দিন পরে, সে তাহার জননীকে বলিল, "মা ঘরে চুপ্‌টি ক'রে একা বসে থাকতে ভাল লাগছে না, যাই একটু বায়স্কোপ দেখে আসি।"

মা শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন ফিরবি বাবা ?"

জননীর মনের ভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাসিয়া খগেন বলিল, "কিছু ভয় কোর না মা। সন্ধ্যার বায়স্কোপ সওয়া আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই ভাঙ্গে। আমি ন'টার মধ্যেই বাড়ী ফিরে এসে, বাবার সঙ্গে খেতে বস্‌বো।"

খগেন তাহার কথা রাখিল। এখন হইতে, মাঝে মাঝে সে এইরূপ বায়স্কোপ দেখিতে বাহির হয়। এবং যথাসময়ে ফিরিয়া, পিতার সহিত একত্র বসিয়া সান্ধ্যভোজন সমাধা করে।

নবম পরিচ্ছেদ

খগেনের কীর্ত্তি

পজার ছুটির পর প্রতিমার কলেজ এখনও খোলে নাই—কিন্তু অধিক বিলম্বও নাই। আগামী সোমবারে খুলিবে।

একদিন আপিস যাইবার পূর্ব্বে খগেন বলিল, "মা, আজ রাত্রে আমার নিমন্ত্র আছে।"

"কোথায় রে? কিসের নিমন্ত্রণ?"

"আমার এক বন্ধুর ছেলের অন্নপ্রাশন। অর্থাৎ, অন্নপ্রাশন আগেই হয়ে গেছে—আজকাল ত কেউ অন্নপ্রাশনের কথা প্রকাশ করে না;—অন্নপ্রাশন শুনলে লোকে টাকা কড়ি দিতে চাইবে কিনা।—অন্নপ্রাশনের পর একদিন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে, বলে প্রীতিভোজন।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিকালে বাড়ী আসবি নে?"

"হ্যাঁ—আস্‌বো বৈকি। জল-টল খাব, কাপড়-চোপড় ছাড়বো, তারপর ত যাব।"

সন্ধ্যা ৭টার সময়, খগেন্দ্র সাজিয়া গুজিয়া, বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল।

খগেন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, প্রথম ব্যাচে আহার সারিয়া সে বাড়ী

চলিয়া আসিবে। কিন্তু গৃহস্বামী অনিল বলিল, "তুমি ত ঘরের লোক হে,—এত তাড়াতাড়ি কি?—আগে একটু ক্ষিদে টিদে ক'রে নেবে, তবে ত খাবে।"—বলিয়া সে সমাদরপূর্ব্বক খগেনকে নিজ বৈঠকখানায় লইয়া গেল। বন্ধুকে বসাইয়া, পাখা খুলিয়া দিয়া নিজেও বসিল।

আদেশমত "বয়" হুইস্কিপূর্ণ ডিক্যাণ্টার ও সোডা প্রভৃতি লইয়া আসিল। খগেন বলিল, "অনেকদিন অভ্যাস নেই, মাত্র একটি পেগ ভাই। তাও, পূরো সোডা দিয়ে।" গ্লাসে তাহার অভিপ্রায় মত পরিমাণ ঢালা হইল। উভয়ে পান আরম্ভ করিল।

অনিল বলিল, "খগেন ভায়া, তুমি যে আজকাল ভয়ঙ্কর গুড্‌ বয় হয়ে গেছ! সন্ধ্যের পর বাড়ী থেকে আর বেরুতেই চাও না। সেসব আড্ডা-টাড্ডা কি একেবারে পরিত্যাগ?"

খগেন বলিল, "চিরদিনই কি ওসব আর ভাল লাগে দাদা?"

অনিল বলিল, তাই যদি তোমার মনের ভাব হয়ে থাকে, তাহলে বিয়ে করে ফেল, আবার সংসারী হও।"

খগেন বলিল, "তাই বোধ হয় হতে হবে। বাবা মা খুব পীড়াপীড়ি করছেন।"

"সুসংবাদ। সেই সুমতিই তোমার হোক। পাত্রী কি ঠিক হয়েছে?"

"এক রকম।"

"কোথায় ?"

"এই কলকাতাতেই।"

"বটে বটে! তবে শুভকার্য্যটায় আর বিলম্ব কেন ?"

"বিলম্বের একটু কারণ ঘটেছে। মেয়েটি বেথুন কলেজে আই-এ পড়ছে। তার এগ্‌জামিনটা হয়ে গেলে, তারপর বিবাহ হবে"।

বন্ধু এ সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময় উভয়েরই গ্লাস শূন্য হইয়া গিয়াছিল। বলিল, "তাহলে,—তোমার ভাবী বধূ স্বাস্থ্যপান করবার জন্যে—আর একটা পেগ, কি বল ?"

পূর্ব্বে প্রথম পেগে খগেনের কিছুই হইত না, বুঝিতে পারিত না যে সে কিছু খাইয়াছে। কিন্তু এদিকে অনেকদিনের অনভ্যাস—দুই আউন্সেই তাহার বেশ স্ফূর্ত্তি উপস্থিত হইল। সুতরাং খগেনকে দ্বিতীয় পেগে রাজি করিতে অনিলের কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইল না। সুরাদেবী প্রথম যখন ঢোকেন, তখন 'ছুঁচ' হইয়াই ঢোকেন।

দ্বিতীয় পেগটি, একটু বড় রকমেরই হইল।

গ্লাস শেষ হইলে অনিল বলিল, "চল এইবার নীচে গিয়ে দেখা যাক ওদিকের কি হচ্চে না হচ্চে।"

খগেন বলিল, "তুমি যাও ভাই,—গিয়ে দেখে এস। এখানকার হাওয়াটি আমার বড় মিষ্টি লাগছে।"

"আচ্ছা, তবে তুমি বস।"—বলিয়া অনিল প্রস্থান করিল।

বন্ধুর ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া, খগেন হাঁকিল,—"বয়"। ভৃত্য আসিলে খগেন তাহার নিকট একটা সোডা চাহিল। ভৃত্য সোডা আনিয়া দিল; ইঙ্গিতমাত্র আলমারি হইতে ডিক্যাণ্টার বাহির করিয়া, আর একটা পেগ ঢালিয়া দিল।

অনিল অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আসিয়া দেখিল, খগেন্দ্র চেয়ারের উপরেই নিদ্রিত—সম্মুখে আধ গ্লাস হুয়িস্কি। ঠেলা দিয়া তাহাকে জাগাইয়া বলিল, "ওহে, ঘুমিয়ে পড়েছ যে! ওঠ ওঠ—খেতে বসবে চল।„

খগেন্দ্র মুখ তুলিয়া বলিল, "কি হয়েছে? ডাকাডাকি কেন?"

"খাবে চল।"

"না ভাই, আমি খাব না। আমার খুব নেশা হয়েছে—আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

"দূর,—তা কি হয়? না খেয়ে যাবে কি!—আচ্ছা আমি তোমার খাবার এইখানেই আনিয়ে দিচ্চি।" বলিয়া অনিল প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্যহস্তে একটা পাত্রে খানকয়েক লুচি,—কিছু তরকারি, খানকয়েক চপ্ কাট্‌লেট্ ইত্যাদি লইয়া অনিল

ফিরিয়া আসিল। লুচিগুলা খগেন স্পর্শও করিল না, চপ কাট্‌লেট্‌ কিছু খাইল। অনিল বলিল, "দইটি খেয়ে ফেল, নেশাটা কেটে যাবে।" বন্ধুর অনুরোধ খগেন্দ্র পালন করিল।

অনিল তাহাকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া যখন বাড়ী রওয়ানা করিয়া দিল, রাত্রি তখন ১১টা।

উদরস্থ দধি এবং শীতল বায়ুর প্রভাবে খগেন্দ্রের নেশা কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিতে লাগিল।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া খগেন দেখিল, দ্বিতলের সমস্ত ঘরের আলো নির্ব্বাপিত, কেবলমাত্র ত্রিতলে প্রতিমার ঘরে আলো জ্বলিতেছে।

খগেন দ্বিতলে উঠিল, এবং নিজ শয়নকক্ষে না গিয়া, নিঃশব্দে সে ত্রিতলে উঠিয়া গেল। প্রতিমার শয়নকক্ষের নিকট গিয়া দেখিল, সে দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, টেবিলের নিকট বসিয়া একমনে পাঠে নিবিষ্ট।

খগেন ধীরে ধীরে প্রতিমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "প্রতিমারাণী!"

প্রতিমা চমকিয়া, পশ্চাৎ ফিরিল।

খগেন্দ্র বলিল, "এখনও তোমার ঘরে আলো? এত রাত্রি অবধি তুমি যে পড়ছ? বাবা রাত জাগতে তোমায় বারণ ক'রে দিয়েছেন না?"

খগেনের কীর্ত্তি

প্রতিমা দাঁড়াইয়া উঠিয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আর হয়েছে, এখনি আলো নিবিয়ে শোব, মেজদা।"

খগেন্দ্র কণ্ঠে মধু ঢালিয়া বলিল, "হ্যাঁ—হ্যাঁ! আর পড়ে না ভাই। একটু গল্প করা যাক্ দুজনে। এ ক'দিন আমার প্রতিমারাণীকে চোখের দেখাটিও দেখ্‌তে পাইনি!" বলিয়া খগেন, প্রতিমার পালঙ্কের প্রান্তে বসিয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে সুর করিয়া গান ধরিল—"কত নিশি কেঁদে, পেয়েছি এ চাঁদে, চাঁদ আজ তোমায় ছাড়বো না হে!"

তাহার এই আচরণে এবং তাহার চোখ মুখ দেখিয়া ভয়ে প্রতিমার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে বলিল, "আপনি এত রাত্রে এখানে কেন মেজদা? নিজের ঘরে যান।"

খগেন্দ্র বলিল, "তোমার ঘর আর আমার ঘর কি আলাদা? এস না ততক্ষণ দুজনে একটু প্রাণের কথা কই ভাই! এস এখানে এসে বোস।"—বলিয়া নিজ পার্শ্বদেশ নির্দ্দেশ করিল।

প্রতিমা চেয়ার ছাড়িয়া, ক্ষিপ্রপদে দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। যদি হঠাৎ আক্রমণ করিতে আসে ত পলাইতে পারিবে। দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,আপনি কি আবোল তাবোল বক্‌ছেন, মেজদা? যান—আপনি এঘর থেকে চ'লে যান বল্‌ছি!"

খগেন্দ্র মিনতির স্বরে বলিল, "রাগ করছ কেন ভাই? তুমি কি কিছু শোননি?"

"কি শুন্‌বো আবার ?"

"সুরোর সঙ্গে তোমার বিয়ে ত ক্যান্‌ছেল হয়ে গেছে। তুমি ত এখন আমার গো—আমার বুকের প্রতিমারাণী! তোমার এগ্‌জামিনটা হয়ে গেলেই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে তাকি তুমি শোননি? আচ্ছা, তাহলে দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে এস, আমি সকল কথা তোমায় খুলে বলি। রাগলে তোমায় কি সুন্দর দেখায় ভাই, সত্যি!"

প্রতিমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কঠিনস্বরে বলিল, "শেষ-বার আপনাকে বলছি মেজদা—আপনি এই মুহূর্ত্তে এঘর থেকে বেরিয়ে যান। নইলে এখনি আমি গিয়ে জেঠামশাই জেঠাইমাকে ওঠাবো।"

এ কথায় হঠাৎ মাতালের ক্রোধ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "কী! এত দেমাক তোমার? এত করে সাধলাম, তবু তুমি আমার কথা শুনলে না?—চল্লাম তোমার ঘর থেকে। দয়া করে তোমায় বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলাম,—তা করবো না ত! নেই মাংতা এমন ডিসোবিডিয়েন্ট ওয়াইফ!"

প্রতিমা শ্লেষভরে বলিল, "পরিত্রাণ করলেন। দয়া ক'রে এই প্রতিজ্ঞাটি মনে রাখবেন। এখন যান দেখি।

"ডোণ্ট ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌!"—বলিয়া খগেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া থুঃ করিয়া ঘরের মেঝের খানিকটা থুতু ফেলিল। প্রতিমা সভয়ে,

বারান্দায় বাহির হইয়া, মাতালকে পথ দিল। খগেন টলিতে টলিতে বাহির হইল, এবং জড়িত স্বরে বারংবার "ড্যাম সোয়াইন্" বলিতে বলিতে, রেলিং ধরিয়া সিঁড়ি নামিতে লাগিল।

প্রতিমা তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। ভয়ে, দেহ তাহার ঘামিয়া উঠিয়াছে—বিদ্যুৎ পাখার বেগ পূরা করিয়া দিয়া, চেয়ারে বসিয়া হাঁফাইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ভালয় ভালয় মাতালটা যে প্রস্থান করিয়াছে—সেই মঙ্গল ;—নহিলে বাধ্য হইয়া তাহাকে গোলমাল করিতে হইত এবং কেলেঙ্কারীর সীমা থাকিত না।

পরদিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পর বিশ্রামার্থ শয়ন করিলে, প্রতিমা একান্তে তাহার জেঠাইমাকে, গতরাত্রের সমস্ত ঘটনা বলিল।

শুনিয়া গৃহিণী কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রতিমা যে মিথ্যা করিয়া বা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছে না, ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন। অবশেষে বলিলেন, "ছি ছি—কি কুলাঙ্গরই পেটে ধরেছিলাম। কি ঘেন্নার কথা !"

গৃহিণী আরও যদি কিছু বলেন, এই আশায় প্রতিমা অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া, অবশেষে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, মেজদা ওকথা বল্লেন কেন জেঠাই মা ?"

"কি কথা, মা ?"

"ওই, আপনাদের মত বদলানো সম্বন্ধে।"

গৃহিণী কথার ভাবটা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ও আমাকে অনেক কাকুতি মিনতি করে বলেছিল বটে যে, সুরোর ত ফিরতে এখনও এক বছর দেরী আছে—"বলিয়া তিনি থামিলেন।

প্রতিমা ছাড়িবার পাত্রী নহে। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি উত্তর দিয়েছিলেন?"

"উনি বলে'ছিলেন, সে তখন দেখা যাবে এর পরে। হাঁ না কিছুই বলা হয়নি।"—ইহার অধিক গৃহিণীর আর কোনও কথা জোগাইল না।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রতিমা বলিল, "তাহলে জেঠাইমা, আমার একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। এ বাড়ীতে আমার থাকা ত আর নিরাপদ নয়। আবার হয়ত কোন্ দিন—"

গৃহিণী বলিলেন, "আমিও সে কথাই ভাবছি। দেখ মা, তুমি যেন তোমার জেঠামশাইকে এ বিষয়ে কিছু বোলো না। যা বলবার হয়, আমিই তাঁকে বল্‌বো। তাঁকে বলে যা হোক্ একটা ব্যবস্থা আমি করে দেবো, তুমি কিছু ভেবোনা, বা ভয় পেও না।"

সেই রাত্রে গৃহিণী স্বামীর নিকট কথাটা পাড়িলেন। পুত্রের কীর্ত্তি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিলেন না, কারণ তাঁহার আশঙ্কা ছিল, উনি হয়ত রাগের বশে পুত্রকে এমন অপমান করিবেন যে,

তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিবে—খগেন হয়ত বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়াই যাইবে। তিনি বলিলেন, "দেখ, তুমি খগুকে সঙ্গে করে নিয়ে মেয়ে দেখ্‌তে যাচ্চ বটে, কিন্তু তার চোখের উপর প্রতিমা যতদিন থাকবে, ততদিন কি অন্য কাউকে বিয়ে করতে রাজি হবে ও? তার চেয়ে, এগ্‌জামিন পর্য্যন্ত প্রতিমা গিয়ে ওদের কলেজের বোর্ডিংএই থাকুক না কেন?"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, গৃহিণী একটু ছলনার আশ্রয় লইলেন। বলিলেন, "প্রতিমাও বল্‌ছিল, এগ্‌জামিন এসে পড়লো। কলেজে যেতে আসতে অনেকটা সময় নষ্ট হয়। তা ছাড়া, একলা পড়াশুনোর সুবিধে হয় না। ক্লাসের দুই একটি মেয়ের সঙ্গে পড়লে, পড়ারও সুবিধে।"

ভৈরববাবু বলিলেন, "তা বেশ। আমার কোনও আপত্তি নেই। প্রতিমাকে বোলো, সোমবার দিন কলেজে গিয়ে ও যেন সব ঠিকঠাক করে আসে, মঙ্গলবার থেকে বোর্ডিংএই থাকবে।"

মঙ্গলবারে প্রতিমা তাহার বাক্স বিছানা প্রভৃতি লইয়া বেথুন বোর্ডিং-এ গিয়া উঠিল। বাক্স সাজাইবার সময়, জেঠাইমার বিনা অনুমতিতেই, সুরেনের ফোটোগ্রাফখানি সে নিজের বাক্সে পূরিয়াছিল। টাঙাইয়া রাখিবার উপায় নাই, অন্য মেয়েরা সন্দেহ করিবে এবং মহা ঠাট্টা জুড়িয়া দিবে। তাই বাক্স খুলিয়া সকালে বিকালে গোপনে সেখানি সে দেখিত। একদিন তাহার প্রিয়সখী শোভনা এ কার্য্যে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। "কে

ভাই উনি ? তোর কোনও আপনার লোক ?"—বলিয়া শোভনা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "কে আবার ? উনি—আমার উনি।"

শোভনা বলিল, "দেখি দেখি, সত্যি ভাই তোর সুইট্‌হার্ট (ভালবাসা) ?"

প্রতিমা বলিল, "ভালবাসা ঠিক বলতে পারিনে। কারণ আজ পর্য্যন্ত তাঁতে আমাতে দেখা সাক্ষাৎই হয়নি।"

শোভনা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সে আবার কি রকম ?"

প্রতিমা তখন সমস্ত কথা সখীকে খুলিয়া বলিল।

শোভনা বলিল, "তুই যে অবাক করলি ভাই! হাঁ, এ একটু নতুন রকম বটে।"—বলিয়া সে মৃদুস্বরে গাহিল—

এখনও তারে চোখে দেখিনি
শুধু ফটো দেখেছি!

এই শোভনা, বালিগঞ্জ-নিবাসী ব্যারিষ্টার মিষ্টার বিজয় মুখার্জ্জির কন্যা। কলেজের গাড়ী অতদূরে যায় না বলিয়াও বটে, নিজেদের গাড়ীতে যাতায়াতে অযথা সময় নষ্ট হয় সে জন্যও বটে, শোভনা বোর্ডিং-এ থাকে। প্রতি শনিবার তাহার পিতা আসিয়া তাহাকে লইয়া যান। শোভনার জেষ্ঠ্য ভ্রাতা বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছে।

দশম পরিচ্ছেদ

বন্দিনী

বোর্ডিং-এ আসিবার সময় প্রতিমার জেঠাইমা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "এখন কিছুদিন বোর্ডিং-এই থেকো, শনিবার শনিবার নেই বা বাড়ী এলে।" বাড়ী যাইবার জন্য প্রতিমার নিজেরও তাগিদ কিছুই ছিল না।

দশদিন পরে সন্ধ্যাবেলা বোর্ডিং-এর মহিলা স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্ অবলা দাস আসিয়া বলিলেন, "প্রতিমা তোমার বাড়ী থেকে টেলিফোন এসেছে, তোমার অভিভাবক কাকা মশাই অত্যন্ত পীড়িত—তোমায় দেখতে চেয়েছেন।"

প্রতিমা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমার কাকা? আমার কাকা ত কেউ নেই। জেঠামশাই আমার অভিভাবক।"

মিস্ দাস বলিলেন, "তা হতে পারে, ইংরেজিতে বলেছে কিনা!"

"জেঠামশাই অত্যন্ত পীড়িত? আমি কি করে সেখানে যাব অবলাদি'?"

"তাঁর বড় ছেলে, তোমায় নিতে আসছেন—টেলিফোন এসেছে। তুমি ততক্ষণ তৈরি হয়ে নাও।"

প্রতিমা বুঝিল, বড় ছেলে—বড়দা'—যিনি ঝরিয়াতে ছিলেন। পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি বোধ হয় ঝরিয়া হইতে আসিয়াছেন। ব্যারাম বোধ হয় তবে শক্ত!—কয়দিন থাকিতে হইবে স্থিরতা নাই—প্রতিমা আপন বস্ত্রাদি গুছাইয়া লইতে লাগিল।

দশ মিনিট পরে মিস্ দাস আসিয়া বলিলেন, "প্রতিমা তুমি এস, তোমার দাদা এসে ভিজিটার্স রুমে অপেক্ষা করছেন।"

প্রতিমাকে লইয়া মিস্ দাস ভিজিটার্স রুমে গমন করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র প্রতিমা চমকিয়া উঠিল—দেখিল, বড়দা ত নহেন, মেজদা—খগেন্দ্রনাথ আসিয়াছে।—সেরূপ সৌখীন ও ফিটফাট নহে—শুষ্ক চেহারা, উস্কখুস্ক চুল, ৩।৪ দিন দাড়ি কামানো হয় নাই, গায়ে ময়লা সার্ট, পায়ে চটিজুতা। প্রতিমা বলিয়া উঠিল, "মেজদা!—আপনি? তবে যে বড়দা আসবেন টেলিফোন এসেছিল?"—বলিয়া প্রতিমা মিস্ দাসের পানে চাহিল।

মিস্ দাস বলিল, "এল্ডেষ্ট সানের (জ্যেষ্ঠ পুত্র) কথাই টেলিফোনে বলেছিলেন।"

খগেন ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মিস্ দাসকে নমস্কার করিয়াছিল। প্রতিমার কথার উত্তরে বলিল, "কাল বিকালে ঝরিয়াতে বড়দাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল,—আজই বেলা একটার ট্রেণে তিনি এসে পৌঁচেছেন। বিকেল থেকে বাবা বড় ছটফট করছেন,

খানিক আগে তোমাকে আনতে বল্লেন। বাবাই বড়দাকে বল্লেন, তুমি গিয়ে প্রতিমাকে নিয়ে এস। বাবা উইল করবেন ব'লে এটর্ণিদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল, বড়দা বেরুবেন, এমন সময় এটর্ণিরা এসে পড়লেন। বাবা তখন বড়দাকে বল্লেন, তুমি যেওনা, তুমি থাক,—খগেন গিয়ে প্রতিমাকে নিয়ে আসুক।"

প্রতিমা বলিল, "জেঠামশাইয়ের কি অসুখ হয়েছে মেজদা ?"

"জ্বর—তার সঙ্গে ডবল নিমোনিয়া। তুমি যেদিন বোর্ডিং-এ এলে, তার ৩।৪ দিন পরেই বাবার জ্বর হল আর কি !"

"ভাল হবেন ত ?"

"সে ঈশ্বরের হাত। তুমি আর দেরী কোর না—এস।"

মিস্ দাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে ফিরবে প্রতিমা ?"

খগেন বলিল, "সে ত, বাবা কেমন থাকেন তার উপর নির্ভর করছে কি না! যত শীগ্‌গির পারি, এনে রেখে যাব, এগ্‌জামিনের ত বেশী দেরী নেই। আচ্ছা, তাহলে নমস্কার। এস প্রতিমা।"

গাড়ীতে উঠিবার সময় প্রতিমা দেখিল, এখানি তাহার জেঠা মহাশয়ের গাড়ী নহে—ট্যাক্সি। জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর গাড়ী আনেন নি মেজদা ?"

খগেন বলিল, "বাড়ীর গাড়ী গেল ডাক্তার সাহেবকে আনতে। তিনিও উইলের সাক্ষী হবেন কিনা।—ওঠ ওঠ।"

প্রতিমা গাড়ীতে উঠিল। ট্যাক্সি ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

ট্যাক্সি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া শ্যামবাজারের দিকে ছুটিল। ক্রমে উহা বাগবাজারের দিকে মোড় ঘুরিল। প্রতিমা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তার জেঠামহাশয়ের পীড়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ খগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল;—প্রথম দিনের সামান্য জ্বরটা হঠাৎ এমন বক্রগতি লইল কবে,—কে প্রথমে চিকিৎসা আরম্ভ করেন, পথ্যাদি কিরূপ দেওয়া হইতেছে, উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারেন কি না,—ইত্যাদি ইত্যাদি। হঠাৎ প্রতিমা বাহিরে নজর করিয়া দেখিল, ট্যাক্সি একটা পুল পার হইতেছে। এ পুল সে চিনিতে পারিল না,—বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ আমরা কোথায় যাচ্চি মেজদা? আমাদের বাড়ী যেতে কোনও পুল ত পার হতে হয় না।"

খগেন্দ্র বলিল, "এটা চিৎপুরের পুল। বাবা ত এখন বাড়ীতে নেই—তোমায় বলিনি বুঝি? ভুলে গেছি তাহলে। বাবা কাশীপুরে রয়েছেন কিনা। সেখানে গঙ্গার ধারে আমাদের বাগান আছে জান ত?"

প্রতিমার মনে একটা বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে বলিল, "কেন? জেঠামশাই বাগানে কেন?"

খগেন বলিল, "নিউমোনিয়ার চিহ্ন স্পষ্ট হতে ডাক্তারেরা

বল্লে,—সহরের ভিতরকার এ দূষিত বায়ুতে রোগীর অনিষ্ট হবে,—সহরের বাইরে কোথাও তাজা হাওয়ায় এঁকে রাখা দরকার। তাই বাগান বাড়ীতে বাবাকে নিয়ে যাওয়া হল।"

"জেঠাইমাও সেখানে গেছেন?"

"হ্যাঁ। চাকর চাকরাণী পর্য্যন্ত।"

ট্যাক্সি এতক্ষণে পুল পার হইয়া গিয়াছে। প্রতিমা বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, উভয় দিকে বাড়ী ঘর দোকান পাট—সরকারী আলো জ্বলিতেছে—লোকজন চলিতেছে। মেজদার মনে কোনও দুরভিসন্ধি নাই ত? পিতার পীড়ার কথা মিথ্যা নহে ত? সে তাড়াতাড়ি বলিল, "মেজদা, জেঠামশাইয়ের অসুখ কি সত্যি?"

খগেন বলিল, "তোমার মনে যদি কোনও সন্দেহ হয় ত বল, তোমায় বোর্ডিং-এ ফিরিয়ে রেখে আসি। বাবাকে গিয়ে বলি, প্রতিমা এল না।"

প্রতিমা বিষম দ্বিধায় পড়িয়া গেল। ভাবিল, "যাই, বোর্ডিং-এই ফিরিয়া যাই;—কাল প্রাতে তখন কলেজের দ্বারবান সঙ্গে লইয়া, বাড়ীতে হউক, কাশীপুরে হউক যাওয়া যাইবে।"

খগেন বলিল, "বাবা উইল করবেন ব'লে এটর্ণি ডাকিয়ে এনেছেন। আমাদের বখরা থেকে কেটে তোমায় তিনি কিছু দিয়ে যান, এটা আমারও ইচ্ছে নয়, বড়দারও ইচ্ছে নয়।

কি করি, বাবার হুকুমে তোমায় নিতে এসেছি। কিন্তু তোমার মনে যখন অবিশ্বাস হচ্চে, তখন তোমার বোর্ডিং-এ ফিরে যাওয়াই ভাল।”—বলিয়া সে উচ্চস্বরে হাঁকিল, “এই ড্রাইভার—গাড়ী রোকো—ঘুমাও—বেথুন কলেজ চলো।”

ড্রাইভার গাড়ী থামাইয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিল, “কাঁহা যানে হোগা বাবু?”

খগেন রুক্ষস্বরে বলিল, “ফিরে যাওয়াই তোমার মত ত? চল তোমায় রেখে আসি, বাবাকে গিয়ে বলি সে এল না—এগজামিনের পড়ার ক্ষতি হবে ব'লে আসতে চাইলে না।”

খগেনের এইরূপ আচরণে, প্রতিমার মনের সন্দেহ দূর হইল; অবনত মস্তকে বলিল, “মাপ করুন মেজদা—চলুন।”

খগেন বলিল, “আচ্ছা—চলো ড্রাইভার—সিধা।”

ট্যাক্সি আবার ছুটিল।

ক্রমে বসতি শেষ হইল, এখন দুইধারে—দূরে দূরে—এক একটা বাগান বাড়ী। আর কিয়দ্দূরে গিয়া খগেন হুকুম দিল—“বায়ে।” ট্যাক্সি বামদিকের মোড় লইল। এবার দুইধারেই মাঠ। রাস্তা খাবাপ—ট্যাক্সি দুলিতে লাগিল, বোধ হয় মেটে রাস্তা। রাস্তায় সরকারী আলো আছে বটে, কিন্তু তাহা গ্যাসলাইট নহে—তেলের আলো মিটমিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। ড্রাইভার হেডলাইট জ্বালাইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

কিছুদূর গিয়া, খগেনের হুকুমে ট্যাক্সি আবার ডান দিকের মোড় লইল। বাহিরে বিষম অন্ধকার। এ রাস্তায় সরকারী আলো নাই। হেড্‌লাইটের আলোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, একজন মনুষ্যও দেখা যাইতেছে না। ভয়ে প্রতিমা নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

ক্রমে ট্যাক্সি একটা বাগান বাড়ীর ফটক পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ঐ দূরে বাড়ীখানি দেখা যাইতেছে। উচ্চে একটি ঘর হইতে আলোক বাহির হইতেছে। খগেন্দ্র বলিল, "ঐ ঘরে বাবা আছেন।"

ক্রমে ট্যাক্সি গিয়া বাড়ীর সদর বারান্দায় দাঁড়াইল। খগেন্দ্র নামিল, প্রতিমার হাত ধরিয়া নামাইতে গেল, প্রতিমা বলিল, "সরুন, আমি আপনিই নামছি।"

প্রতিমা নামিয়া, বারান্দার দিকে চাহিয়া বলিল, "কৈ, চাকর বাকর কাউকে ত দেখছিনে?"

খগেন্দ্র বলিল, "তারা সব উপরে আছে। তুমি যাও উপরে, আমি ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আসছি। ঐ সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাও। বাবা মা সবাই সেখানে আছেন।"

প্রতিমা বারান্দায় উঠিয়া সিঁড়ি দেখিতে পাইল। সিঁড়িতে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে। সে শঙ্কিত চরণে উপরে উঠিল। দ্বিতলের বারান্দাতেও আলো জ্বলিতেছে। অদূরে গঙ্গাবক্ষে

কতকগুলা আলো দেখা যাইতেছে। গঙ্গার ওপারেও আলো দেখা যাইতেছে।

যে কক্ষ হইতে আলোক বাহির হইতেছিল,প্রতিমা তাড়াতাড়ি সেই কক্ষের দিকে চলিল। দ্বার খোলাই ছিল,—গিয়া দেখিল, সে কক্ষমধ্যে টেবিল চেয়ার সোফা ইত্যাদি রহিয়াছে, একধারে বোম্বাই প্যাটার্ণ খাটে একটা বিছানা পাতা রহিয়াছে—নেটের মশারিও ফেলা আছে—কিন্তু জনপ্রাণী নাই। তবে কি এ ঘর নহে, অন্য কোনও ঘরে জেঠামহাশয় আছেন? কৈ, কাহারও টুঁ শব্দটিও ত পাওয়া যাইতেছে না!

এই সময় প্রতিমার নজর পড়িল, মুক্ত দ্বারের সম্মুখে খগেন্দ্র দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। সেই মুহূর্ত্তে প্রতিমা বুঝিল, পূর্ব্বে তাহার মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছিল, তাহাই ঠিক, সে ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছে। সে ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল, "মেজদা? তোমার এই কায?"

খগেন বলিল, "তোমার রাগ হচ্চে? তোমার জেঠামশাইয়ের অসুখ বিসুখ কিছু নয়,—সব ঝুট্ বাত—জানতে পেরে কোথায় খুসী হবে, আরামের নিশ্বাস ফেলবে,—তা নয় রাগ করছ?"

প্রতিমা বলিল, "ছিঃ ছিঃ মেজদা, তুমি এত নীচ? তুমি জান, আমি তোমার ছোট ভাইয়ের বাগ্‌দত্তা—তবু আমার উপর

এই অত্যাচার করতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ হল না? যদি ভাল চাও ত সরে' যাও—আমি এখনি এ বাড়ী ত্যাগ করে যাব।"

খগেন হাসিয়া বলিল, "কোথা যাবে সখী? অন্ধকারে রাস্তা চিনতে পারবে? শেষে চোর ডাকাতের হাতে পড়তে হবে যে!"

প্রতিমা বলিল, "তোমার হাতে পড়ার চেয়ে চোর ডাকাতের হাতে পড়াও ঢের ভাল।"

খগেন শ্লেষভরে বলিল, "চোর ডাকাতের হাতে পড়লে, তারা শুধু তোমার হাতে ঐ দু'গাছি সোণার চুড়ি আর কাণের ঐ ইয়ারিং মাত্র নিয়ে ক্ষান্ত হবে মনে কোরো না। সে কথা যাক্। আমি তোমাকে একটা ছলনা করে' এখানে নিয়ে এসেছি বটে,—কিন্তু কোনও কুমৎলবে আনি নি। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কোনও কথা আছে—সেই কথা বলবার জন্যে আমি তোমায় এনেছি। তোমার মনে যখন একটা হীন আশঙ্কা জন্মেছে এক কায কর তুমি। আমি এখনও ঘরের চৌকাঠ পার হই নি। তুমি দোর বন্ধ ক'রে, হুড়কো এঁটে দিয়ে ভিতর থেকে ডবল তালা বন্ধ করে দিয়ে শোও এখন। তোমার সঙ্গে আমার কথা যা আছে, তা কাল সকালে দিনের আলোয় হবে—বরং, নেমে গিয়ে বাগানে বসে হবে—যাতে তুমি নিজেকে বন্দিনী না মনে করতে পার।"—বলিয়া খগেন্দ্র পিছু হটিয়া বারান্দার রেলিং ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

প্রতিমা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না—খগেন্দ্রের এই সাধুতা কপট, না সরল। ভাবিল, "যা হোক্ এখন ত ওকে বিদায় করি! এই ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, এখন আপনি যান। কাল সকালে উঠে আপনার কথা আমি শুনবো।"

খগেন্দ্র রেলিং ছাড়িয়া, দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা তাই আমি এখন যাচ্চি।—ঐ দেওয়াল আলমারির ভিতর, আমি তোমার আমার দু'জনের জন্যেই খাবার টাবার আনিয়ে রেখেছিলাম। একটা প্লেটে ক'রে আমায় যা হোক্ কিছু দাও, আমি ও ঘরে গিয়ে খাইগে। দোর বন্ধ ক'রে তুমিও খাও। ঐ কোণে সোরাইয়ে জলও আছে।"

প্রতিমা দেওয়াল আলমারিটার পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি ভিতরে আসুন মেজদা, নিজেই নিয়ে যান।"—বলিয়া সে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল।

খগেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেওয়াল আলমারির নিকট গিয়া, প্লেটে খাবারগুলি সাজাইল। একটা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "এই তোমার খাবার রইল।"

প্রতিমা দুই হাতে মাথা ধরিয়া নতমুখে বসিয়া ছিল; কোনও উত্তর দিল না। খগেন্দ্র অপর প্লেট হস্তে লইয়া, বাহির হইবার সময় বলিল, "দেখ প্রতিমা আমি কোনও মন্দ অভিপ্রায়ে

তোমাকে এখানে এনেছি, তা তুমি মনে কোরনা। আমি, অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে, নিতান্ত প্রাণের দায়েই এ কায ক'রে ফেলেছি, এ কথা তুমি বিশ্বাস কর। এখন আসি তা হলে। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও। এখানে কোনও ভয় নেই। আমি পাশের ঘরেই রইলাম। নীচে তলায় তিনজন মালী শুয়ে আছে। তুমি খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও।" —বলিয়া খগেন্দ্র প্রস্থান করিল। দ্বারপথে প্রতিমা তাহাকে বাহির হইতে দেখিল। সুইচ টেপার শব্দ হইল, বারান্দার আলো নিবিল। তারপর পার্শ্বের কক্ষের দ্বার বন্ধ হইবার শব্দ পাইল।

প্রতিমা বসিয়া ভাবিতে লাগিল, খগেন্দ্রের সাধুতাপূর্ণ উক্তি সত্য, না অভিনয়? সাধুতার ভাণে নিশ্চিন্ত করিয়া, হঠাৎ নিজ-মূর্ত্তি ধারবে না ত? বারান্দার আলো নিবিয়াছে,—দুয়ার বন্ধেরও শব্দ হইয়াছে,—সত্যই কি সে পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, না এই দরজার বাহিরেই দেওয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমি দ্বার বন্ধ করিতে গেলেই আমায় আক্রমণ করিবে? প্রতিমা দেখিল, টেবিলের উপর তাহার আহারের প্লেটের নিকট ছুরি কাঁটাও দিয়া গিয়াছে। সে তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া, টেবিলের নিকট গিয়া, ছুরিখানা তুলিয়া লইল;—যদি দুর্ব্বৃত্ত সহসা আক্রমণ করে, তবে ছুরির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। ছুরিখানা ডান হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া, সে দ্বারের দিকে অগ্রসর

হইল। বাহির হইয়া দেখিল, না, কোথাও কেহ নাই। সে তখন নিশ্চিন্ত হইয়া,ঘরের মধ্যে ফিরিয়া, উপরের নীচের ছিটকিনী এবং দ্বারের হুড়কা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

এই দ্বারের বিপরীত দিকে, আর একটী দ্বার আছে—সেই দ্বারের বাহিরে, খানিকটা খোলা বারান্দা। প্রতিমা সেখানে গিয়াও ভাল করিয়া দেখিল—না, অন্য কোনও ঘর বা বারান্দা হইতে এ বারান্দায় আসিবার উপায় নাই। নীচে হইতে, মই লাগাইয়া অবশ্য আসা যায়। সে দ্বারটিও প্রতিমা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

রাত্রি এখন ৯টা। বোর্ডিংএ সে সান্ধ্য-ভোজন করিয়া আসে নাই—এতক্ষণে সে বেশ ক্ষুধা অনুভব করিল ; সে টেবিলের উপর খাদ্যগুলির পানে সে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিল—কিন্তু খাইতে সাহস হইল না। কি জানি উহার সহিত যদি কোনও মাদক দ্রব্য মিশ্রিত থাকে,—খাইয়া সে অচেতন হইয়া পড়ে,—তারপর, খগেন্দ্র কোনও অজ্ঞাত পথে বা উপায়ে যদি কক্ষ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে ?—না, ও সব জিনিষ খাওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রতিমা তখন বিছানায় গিয়া বসিল। আলো নিবাইল না,—ঘুমাইবে না ইহাই সে স্থির করিয়াছে। বসিয়া বসিয়া, নিজ জীবনের কথা ভাবিতে লাগিল। পিতামাতার কথা মনে পড়িয়া তাহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল। তাঁহারা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন

তবে কি তাহাকে এই সব দুর্ভোগ সহিতে হয়? প্রতিমার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এমন সময় পাশের ঘর হইতে সে একটা আওয়াজ শুনিতে পাইল। কিসের আওয়াজ?—প্রথমটা স্থির করিতে পারিল না। তারপর মনে হইল, উহা বোধ হয় সোডার বোতল খোলার আওয়াজ।

রাত্রে সে ঘুমাইল না, জাগিয়াই থাকিবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বসিয়া বসিয়া বড়ই ক্লান্তিবোধ হইল। তখন ভাবিল, শুইয়া জাগিয়া থাকিবে। শুইয়া শুইয়া সে দ্বিতীয় বার সোডা খোলার শব্দ পাইল। বুঝিল, খগেন মদ্যপান করিতেছে। তখন ভাবিল, এক কায করিলে হয় না? খানিক পরেই খগেন মাতাল হইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে। তখন পলায়ন করিলে ত হয়! কিন্তু খগেন চোর ডাকাতের হাতে পড়িবার ভয় দেখাইয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং প্রতিমা সে মৎলব ত্যাগ করিল।

একে দুর্ভাবনা, তাহার উপর ক্ষুধার জ্বালা, ইহাতে প্রথমটা জাগিয়া থাকিবার একটু সুবিধা হইল। কিন্তু রাত ১২টার পর আর সে পারিল না—ঘুমে তাহার চক্ষু ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। প্রতিমা নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল।

ভোর বেলায় ঘুম ভাঙ্গিল। ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছিল বলিয়া প্রথমে সে বুঝিতে পারে নাই যে ভোর হইয়াছে।

একটু পরেই কাক ডাকিয়া উঠিল। প্রতিমা তখন বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল। কোন্‌টা ভিতর বারান্দা হইতে ঘরে ঢুকিবার দ্বার এবং কোন্‌টা গঙ্গার দিকের বারান্দার দ্বার তাহা সে প্রথমে স্থির করিতে পারিল না। ক্রমে স্মরণ হইল, ঘরে ঢুকিয়া কোন দিকে শয্যা এবং কোন্ দিকে খাবার টেবিল দেখিয়াছিল। এই-রূপে দিঙ্‌নির্ণয় হইলে,সে ধীরে ধীরে গিয়া গঙ্গার দিকের বারান্দায় বাহির হইবার দ্বারটি সন্তর্পণে খুলিল। ভোরের শীতল বায়ু আসিয়া অঙ্গে লাগিল,—দূরে গঙ্গার জল দেখিয়া তাহার মনে পুলক সঞ্চার হইল। যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া সে গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিয়া, বায়ু সেবনের অভিপ্রায়ে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন হঠাৎ প্রতিমার মনে হইল, এই সময় পলাইলে ত হয়! মাতালেরা অধিক বেলা অবধি ঘুমায়, ইহা সে শুনিয়াছিল। খগেন সম্ভবতঃ এখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন—মালীরা, ভৃত্যগণও বোধ হয় ঘুমাইতেছে। এই ত উত্তম সুযোগ!

প্রতিমা তখন পাশের গোসল খানায় প্রবেশ করিয়া মুখ হাত ধুইয়া লইল। ঘরে আসিয়া দর্পণের নিকট দাঁড়াইয়া নিজ কেশ বেশ সুসম্বৃত করিয়া লইল। সন্তর্পণে হুড়কা ও ছিট্‌কিনী খুলিয়া, দ্বার খুলিবার মানসে উহা টানিল,—কিন্তু অল্প একটু খুলিয়া আর খুলিল না, দেখিতে পাইল, বাহিরের কড়ায় তালা বন্ধ!

তখন সে হতাশ হইয়া, বিছানায় আসিয়া বসিল।

অল্পক্ষণ পরেই বাগানে গাছের মাথায়, গঙ্গার জলে, রৌদ্র চিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল। পাশের ঘরের ঘড়িতে ছয়টা বাজিল। কিন্তু বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ—কাহারও পদধ্বনি শোনা যায় না।

ক্রমে ৭টা বাজিল। অল্পক্ষণ পরেই, শব্দে প্রতিমা বুঝিতে পারিল, তাহার দ্বারের বাহিরে কেহ আসিয়াছে তার পর ঠক ঠক আওয়াজ—এবং খগেনের কণ্ঠস্বর—"প্রতিমা, উঠ।"

প্রতিমা দ্বারের কাছে গিয়া বলিল, "আমি অনেকক্ষণ উঠেছি। দোরে তালাবন্ধ করে রেখেছেন কি জন্যে? খুলে দিন।"

তালা খোলার শব্দ হইল। খগেন বলিল, "ভিতরে আসতে পারি কি?"

"আসুন।"

খগেন ভিতরে আসিয়া বলিল, "মুখ হাত ধুয়েছ ত?"

"হ্যাঁ।"

খগেন কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এ কি, খাবার সব যেমন, তেমনি পড়ে যে? রাত্রে কিছু খাও নি?"

প্রতিমা ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "না।"

খগেন্দ্র বলিল, "অন্যায় করেছ সারা রাত উপোস করে কাটালে?—এস, এখন চা খাবে এস।"

"না, চা-ও আমি খাব না। আপনি শীগ্‌গির আমায় বোর্ডিং-এ পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন।"

"তা তো তোমায় পৌঁছে দেবোই গো! এখানে কিছু খেলে কি তোমার জাত যাবে?"

"হ্যাঁ যাবে। দয়া কোরে, একটা ট্যাক্সি আনতে লোক পাঠিয়ে দিন।

"লোক পাঠাতে হবে না। সেই ট্যাক্সিওয়ালাই আস্‌বে।"

"কখন আস্‌বে?"

"বেলা দশটায়। কলেজ তোমার সাড়ে দশটায়—তোমায় ঠিক সময়ে আমি পৌঁছে দেবো। ততক্ষণ কিছু খাও—কথাবার্ত্তা কই এস।"

প্রতিমা বলিল, "এখানে আমি কিছুই খাব না,—কেন বৃথা আমায় অনুরোধ করছেন? তালা দিয়ে রেখেছিলেন, তাই, নইলে এতক্ষণ আমি আমি অনেক দূরে গিয়ে পড়তাম।"

খগেন, প্রতিমার মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তার পর বলিল, "বকো—বকো—আমায় আর একটু বকো। তুমি রাগলে তোমার মুখ খানি বড় সুন্দর দেখায়, সত্যি!"

প্রতিমা ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া,একখানা চেয়ারে গিয়া বসিল। খগেন তাহার কিয়দ্দূরে, আর একটা চেয়ারে বসিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার প্রাণে কি একটু দয়া মায়া নেই? আমি এত

ক'রে তোমায় মিনতি করছি—তাতেও কি তোমার মনে একটু দয়া হচ্ছে না? কেন, আমি কি দোষ করেছি? আমাকে তুমি বিয়ে করবে না কেন?"

প্রতিমা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল, কোনও উত্তর করিল না।

খগেন আবার বলিতে লাগিল—"তুমি বোধ হয় আমার নামে কিছু বদনাম টদনাম শুনেছ, নয়? তাই আমার উপর তুমি বিমুখ হয়ে আছ। কিন্তু মানুষ দু'দিন খারাপ কায করেছে ব'লে, চিরদিনই কি তাই করবে? আমি হিন্দুর ছেলে, এই গঙ্গার দিকে মুখ কোরে বলছি প্রতিমা, তুমি যদি আমায় গ্রহণ কর, তা হলে একদিনের তরেও আমার চরিত্রে কোন খুঁৎ পাবে না। তোমাকে যদি পাই, আমি তা হলে একটা দেবতা হয়ে যেতে পারি। এবং যদি না পাই—উচ্ছন্ন ত যেতে বসেইছি—আরও উচ্ছন্ন যাব। আমি হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই—তোমার উপযুক্ত নই তা স্বীকার করছি। কিন্তু তোমায় যদি আমি পাই, তাহলে তোমার উপযুক্ত হতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করবো, এ আমি শপথ ক'রে বলছি।

প্রতিমা এইবার মুখ ফিরাইয়া খগেনের দিকে চাহিল। বলিল, "আপনি ত জানেন, আমি আপনার ছোট ভাইয়ের বাগ্‌দত্তা। আপনার মা বাপই এ ব্যবস্থা করেছেন।"

খগেন বলিল, “এই যদি তোমার পক্ষে একমাত্র বাধা হয়, তবে সে বাধা দূর হয়ে গেছে। আমার বাপ মা, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন। তবে, তোমায় স্পষ্ট কথাই বলি। তাঁরা এ কথাও বলেছেন, ‘সে যদি রাজি হয়, তবেই ; সে ত আর ছোট মেয়েটি নয়, যে যার সঙ্গে খুসী তার সঙ্গে বিয়ে দেবো, সে কোনও কথাটি বলবে না !’ এ কথা তোমায় বলবার, জন্যে, সামনের শনিবারে বাবা নিজে তোমায় বোর্ডিং থেকে বাড়ী নিয়ে যাবেন। তুমি যাতে অমত না কর, রাজি হয়,সেই-জন্যে তোমায় স্তুতি মিনতি করবো বলেই কাল তোমায় এখানে আমি নিয়ে এসেছি—তোমার প্রতি কোনও অন্যায় আচরণ বা নির্য্যাতন করবার জন্যে নয়। তুমি মত কর, লক্ষ্মীটি !”

প্রতিমা বলিল, “না, মাফ কর, সে হতে পারে না। তা অসম্ভব।”

খগেন্দ্র বলিল, “মা বাবা যখন তোমায় বলবেন, আগেকার সে ব্যবস্থা আমরা রদ করলাম—আমাদের মেঝ ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়াই আমাদের ইচ্ছা, তখন তুমি তাঁদিকে কি বলবে ?”

“তোমাকে এই মাত্র যা বল্লাম,—আমার পক্ষে তা অসম্ভব।”

“আচ্ছা, কেন অসম্ভব, শুনি ? তুমি বোধ হয় ভাবছ, সুরেন বিলেতে লেখা পড়া শিখে আসছে, একটা মানুষের মত মানুষ হয়ে আসছে, অনেক টাকা রোজগার করবে, তাকে ছেড়ে, কেন

আমি এই মুখ্যুটাকে বিয়ে করি? এই ত? কিন্তু সে যদি ফিরে এসে তোমায় পছন্দ না করে? কিম্বা সে যদি একটা মেমই বিয়ে করে এনে হাজির হয়, তখন?"

প্রতিমা নীরবে বসিয়া রহিল। এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া খগেন বলিল, "আমার কথার উত্তর দাও।"

প্রতিমা বলিল, "আমি তোমার কথার উত্তর দেবো না।"

মিনিট পাঁচেক বসিয়া থাকিয়া, খগেন্দ্র বলিল, "তা হলে বুঝতে হবে, আমার কপালই মন্দ—এবং হয়ত, তোমারও। আমি ত উচ্ছন্ন যেতে বসেইছি,—পরে আরও যাব।"

"তা যদি যাও, সেই জন্যে দায়ী তুমিই। আমি নিজেকে তার জন্যে দায়ী মনে করবো না।"

খগেন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল, "সে চুলোয় যাক্—যা হবার তাই হবে। চা, খাবার আনতে বলি, কিছু খাও। আমার ছোট ভাইয়ের বাগ্‌দত্তা তুমি, আমায় বিয়ে করতেই তোমার আপত্তি। একটু টোষ্ট দুটো ডিম, এক পেয়ালা চা খেতেও কি দোষ আছে? আমিও কাল রাত্রে কিছু খাইনি, খালি মদ গিলেছি—ক্ষিধেয় আমার প্রাণ যাচ্চে।"

প্রতিমা বলিল, "তুমি খাও, আমি খাব না।"

"আচ্ছা, তাথাস্তু।"—বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া খগেন বাহির হইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উভয় সঙ্কট

খগেন যাহা বলিয়াছিল, তাহাই সত্য হইল। শনিবারে ভৈরব বাবু নিজে প্রতিমাকে বোর্ডিং হইতে লইতে আসিলেন। প্রতিমা তাড়াতাড়ি একটা ব্যাগের মধ্যে গোটা দুই জামা কাপড়, খান দুই বই ভরিয়া লইল। সুরেনের ফটোখানি দুই পুস্তকের মধ্যে চাপিয়া রাখিল।

বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা প্রতিমার গান হইল, খগেন কিন্তু তথায় উপস্থিত ছিল না।

রাত্রে আহারের পর প্রতিমা নিজ শয়নকক্ষে গেলে, গৃহিণীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া একখানি চেয়ারে বসিলেন। দুই চারিটা কথার পর বলিলেন, "মা, আমাদের একটা কথা তোমায় রাখতে হবে।"

প্রতিমা শঙ্কিত হইয়া বলিল, "কি কথা জ্যেঠাই মা?"

গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, "আগে ত আমরা মনে মনে স্থির করেছিলাম, সুরেন বিলেত থেকে ফিরে এলে তারই সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো, কিন্তু খগেন নাছোড়বান্দা হয়ে পড়েছে। তুমি ত শুনেছ মা, আজ দু'বছর হল মেঝ বৌমা মারা গেছেন। তার পর

থেকে আমরা ওর বিয়ে দেবার জন্যে কত চেষ্টাই করলাম, কিন্তু তখন ও কিছুতেই বিয়ে করলে না—বল্লে, জীবনে আর ও বিয়ে করবেই না। তারপর, কুসঙ্গে পড়ে বিগড়ে গেল। রোজগারও বড় কম করে না,—কিন্তু সব টাকাই ওড়াতে সুরু করলে। ওর এয়ার বক্সিদের কাছ থেকে ওকে তফাৎ করবার জন্যে, ও যে আপিসে দালালী কায করে সে আপিসের বড় সাহেবকে কর্ত্তা গিয়ে ধরলেন যে ওকে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও। সাহেব দিলেও তাই—বোম্বাইয়ে গিয়ে ছ'মাস রইল। তারপর ফিরে এসে, এ বাড়ীতে তোমায় ও দেখলে। কি যে সোণার চোখে তোমায় দেখলে বাছা, তা বলতে পারিনে। তোমায় বিয়ে করবার জন্যে ধরে পড়লো। কিন্তু তখন আমরা রাজি হলাম না,—সুরেনের হাতে তোমায় দোবো স্থির ক'রে রেখেছিলাম—তাকে সেকথা চিঠিতেও লিখেছিলাম, তোমার ফটোগ্রাফ পর্যান্ত তাকে উনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর, রাত্রে তোমার ঘরে ঢুকে খগেন উৎপাত করলে ব'লেই তোমায় বোর্ডিং-এ পাঠানো। এসব কথাই ত তুমি জান। তোমার দিক থেকে ওর মন ফেরা-বার জন্যে, কয়েকটি ডাগর ডাগর সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে ওকে দেখানো হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তোমায় বিয়ে করবার জন্যেই ও ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসলো। সেদিন এই নিয়ে, কর্ত্তা একটু কড়াভাবের ওকে শাসন করলেন। সেই রাত্রেই এ

বাড়ী থেকে পালালো,—আর বাড়ী আসে না। কর্ত্তা রোজ তার আপিসে গিয়ে খোঁজ করেন, আপিসেও আসে না। তারপর, অনেক সন্ধানে এক কু-পল্লীতে ওকে পাওয়া গেল। চার পাঁচ দিন সেখানে প'ড়ে আছে—দিনরাত মদ খাচ্চে। যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন ও বেহুঁস। সেই অবস্থাতে ওকে তুলে বাড়ী আনলেন। ডাক্তার এনে, ওষুধ খাইয়ে, অনেক শুশ্রূষা করার পর তার জ্ঞান হল। জ্ঞান হলে পরে সে বল্লে, কেন তোমরা আমায় নিয়ে এলে?—মদ খেয়ে খেয়ে ম'রে যাব বলেই ত আমি সেখানে গিয়েছিলাম।—অথচ দেখ, বোম্বাই থেকে ফেরার পর, সেই দিনটি ছাড়া—যেদিন রাত্রে তোমার ঘরে গিয়ে উৎপাত করেছিল—আর কোনও দিন মদ খেয়েছে ব'লে আমরা জানতে পারিনি। সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতেই থাকতো, কোথাও বেরুত না। ছেলেটা নেহাৎ অধঃপাতে যায় দেখে কর্ত্তাকে অনেক ব'লে কয়ে আমি তাঁর মত করেছি। পশু উনি সুরেনকেও চিঠি লিখে দিয়েছেন। আর তুমি অমত কোর না মা—লক্ষ্মী আমার, কার্ত্তিক মাসটা কাটলেই পাঁচুই অগ্রহায়ণ ভাল দিন আছে, ঐ দিনেই শুভ কার্য্যটি হয়ে যাক।"

এই বলিয়া গৃহিণী ব্যাকুল নেত্রে প্রতিমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। প্রতিমা নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "বল মা যে তোমার

আপত্তি নেই—সেই কথা আমি কর্ত্তাকে গিয়ে বলি। আমাদের কথাটি রাখবে ত মা ?"

প্রতিমা বলিল, "জ্যেঠাই মা,—আমায় দয়া করুন, আমায় মাফ করুন,—আমার পক্ষে তা অসাধ্য।"

গৃহিণী কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর একটু কঠোরকণ্ঠে বলিলেন, "কেন অসাধ্য, শুনি ?"

একথার উত্তর দিতে প্রতিমার বড় লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু জোর করিয়া লজ্জাকে মন হইতে দূর করিয়া সে বলিল, "আমি—এই ৪।৫ মাস—আপনার ছোট ছেলেকেই আমার স্বামী-জ্ঞানে মনের মধ্যে নিত্য পূজা করে এসেছি। তিনি ছাড়া অন্য কাউকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করলে আমি কি ধর্ম্মে পতিত হব না মা ? আমার সতীধর্ম্ম তাহলে কোথায় থাকবে ?"

গৃহিণী বলিলেন, "তুমি কিন্তু অবাক্ করলে বাছা ! যাকে চোখে পর্য্যন্ত দেখলে না কোনও দিন, সে তোমার স্বামী হয়ে গেল ? এ যে সব দেখছি নভেলী কারখানা ! আচ্ছা, তুমিই না হয় তার স্ত্রী হয়ে ব'সে আছ, বিলেত থেকে ফিরে এসে সে যদি তোমায় পছন্দ না করে, তোমায় বিয়ে করতে না চায় ? আমরাই যদি অমত করি, অন্যত্র তার বিয়ে দিই ? আমাদের অমতে সে তো তোমায় বিয়ে করবে না বাছা। তখন কি হবে ?"

"তখন আমি মনে করবো, আমার কপাল দোষে আমার স্বামী আমায় পরিত্যাগ করে, অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেছেন।"

গৃহিণী শ্লেষভরে বলিলেন, "ও মাগো! এতদূর?—এ যে রীতিমত থিয়েটার! বাপের ত ছিল ভাঁড়ে মা ভবানী—একটি পয়সাও রেখে যায়নি। যে সময় তোমার বাপ মা মারা গেল, তুমি অনাথা হয়ে পড়লে, আমরা তোমায় আশ্রয় না দিলে এতদিন তুমি কোথায় থাকতে বাছা? দুধ কলা দিয়ে কালসাপই পুষেছিলাম দেখ্‌ছি!"

প্রতিমা বলিল, "জেঠাইমা, অনাথা দেখে আমায় আপনারা আশ্রয় দিয়েছিলেন, আপনাদের সে দয়া আমি জীবনে কখনও ভুলবো না,—চিরদিন তা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করবো!"

গৃহিণী মুখ খিচাইয়া বলিলেন, "থাক্ থাক্ ঢের হয়েছে, আর থিয়েটার কোর না—ক্ষ্যামা দাও মা! তোমার কৃতজ্ঞতায় আমাদের কোনও উপকার হবে না—ও শান্তিপুরে নৌকোতা তুমি রেখে দাও।" মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"বাবা! এমন অবাধ্য মেয়ে ত বাপের জন্মে কখনও দেখিনি। তোমার বাপ মা বেঁচে থাকলে তুমি যে তাদের কত যন্ত্রণা দিতে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তারা ত মরেনি, ম'রে তারা বেঁচেছে।"

প্রতিমার চোখ দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তারপর মুখে শাড়ীর আঁচল চাপা দিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া সে

কাঁদিতে লাগিল। গৃহিণী অবাক্ হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

খানিক পরেই প্রতিমা নিজেকে সামলাইয়া লইল। চোখ মুছিয়া, সংযত হইয়া বসিল।

গৃহিণী উঠিলেন। বলিলেন, "দেখ বাছা, এখনও তোমায় বলছি, তোমার ভালর জন্যেই বলছি—ওসব নভেলিয়ানা ছেড়ে দাও। বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে দেখ। আমাদের কথা শোন, আমাদের মান রাখ। নইলে বাছা, তোমার কপালে বোধ হয় অনেক কষ্ট আছে। কর্ত্তাকে ত তুমি জান না,—এদিকে তিনি বড্ড ভাল মানুষটি। কিন্তু যখন যেটি ধরেন, সেটি না ক'রে ছাড়েন না। কেউ বাধা দিলে অনর্থ ক'রে তোলেন। কথা না শুনলে, রেগে তিনি আগুন হয়ে উঠবেন,—হয়ত তোমার কলেজের খরচ পত্রও বন্ধ ক'রে দেবেন। তখন তুমি অথই জলে পড়ে যাবে। কথাটা বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে দেখ। কা'ল সকালে আমায় বোলো —বুঝলে। আজ রাত্রে আমি ওঁকে এ বিষয়ে কিছু বলবো না।"—বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

প্রতিমা অনেকক্ষণ সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। উঠিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানায় গিয়া শুইবে, সে শক্তিও যেন আর তাহার নাই। শৃঙ্খলাপূর্ব্বক চিন্তা করিবার শক্তিও যেন তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে রাত্রি এগারটা বাজিল। এই সময় বৃষ্টি নামিল, খোলা জানালা দিয়া বৃষ্টি আসিয়া বিছানা ভিজিতেছে। সে তখন উঠিয়া ধীরে ধীরে জানালাটি বন্ধ করিয়া দ্বারে খিল দিল। ব্যাগের মধ্য হইতে সুরেনের ফটোখানি বাহির করিয়া, উহা মাথায় ঠেকাইল। তারপর বিছানার ধারে বসিয়া, একদৃষ্টে ছবিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। একবার আবেগভরে সেখানিকে চুম্বন করিতেই, আবার ঝরঝর করিয়া তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছবিখানিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, "প্রিয়তম দেবতা আমার,—তোমার দাসীকে পথ ব'লে দাও—পথ ব'লে দাও। রাত পোয়ালে আমি আবার নিরাশ্রয় হব—আমায় উপায় ব'লে দাও।"

অনেকক্ষণ এই ভাবে বসিয়া থাকিয়া, বসিয়া থাকিবার শক্তিও সে হারাইল। আলো নিবাইয়া, ছবিখানি বুকে রাখিয়া, সে শুইয়া পড়িল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আশ্রয়হীনা

প্রাতে আসিয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাছা, ভেবে চিন্তে কিছু ঠিক করলে?"

প্রতিমা বলিল, "নূতন আর কি ঠিক করবো জেঠাইমা? ছ'মাস আগে আপনারা আমার জন্যে যা ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন, সেই আমার আজীবনের ঠিক!"

গৃহিণী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তাহলে, আমাদের কথা তোমার গেরাজ্যি হল না বল?"

প্রতিমা নীরব রহিল।

"আচ্ছা"—বলিয়া গৃহিণী বিরক্তিভরে প্রস্থান করিলেন।

প্রতিমা নীচে নামিল না, আপনার ঘরেই বসিয়া রহিল। বেলা দশটার সময় গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "ভাত হয়েছে! স্নান ক'রে খাওয়া দাওয়া ক'রে নিয়ে, বোর্ডিং-এ যাও। এখানে মিছামিছি আর সময় নষ্ট করা কেন?"

একবার প্রতিমার মনে হইল জিজ্ঞাসা করে, জেঠামহাশয় কি বলিলেন? কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

স্নানাহার শেষ হইলে গৃহিণী বলিলেন, "গাড়ী তৈরি আছে। রামসিং দরোয়ান তোমায় রেখে আসবে।"

প্রতিমা সাশ্রু নয়নে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিল, "জেঠামশাই কোথা, তাঁকে প্রণাম ক'রে যাই।"

গৃহিণী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তিনি বাড়ী নেই।"

প্রতিমা উপরে তাহার নিজকক্ষে গিয়ে বস্ত্রাদি ব্যাগে ভরিয়া লইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এ বাড়ীতে এই বোধ হয় তার শেষ।

গাড়া-বারান্দায় মোটর গাড়ীর নিকট রামদীন দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার হাতে একখানি পিওন বুক। প্রতিমা গাড়ীতে উঠিলে রামদীন উঠিয়া শোফেয়ারের পার্শ্বে বসিল।

বেথুন কলেজে পৌঁছিয়া প্রতিমাকে ফটকের ভিতর নামাইয়া, কলেজের দ্বারবানকে রামদীন বলিল, "বড়া মেমসাহেবকা চিট্‌টি।" —বলিয়া চিঠিসুদ্ধ পিওন বুকখানা তাহার হাতে দিল। প্রতিমা ইহা দেখিল। অনুমান করিল, জেঠাইমা গত রাত্রে যাহা বলিয়া শাসাইয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় জেঠামশায় কার্য্যে পরিণত করিলেন।

বেলা একটার সময় প্রিন্সিপল মহাশয়া ক্লাস হইতে প্রতিমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রতিমা কম্পিতপদে তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইলে মেমসাহেব বলিলেন, "তোমার অভিভাবক কি পত্র লিখিয়াছেন দেখ।"

প্রতিমা কম্পিত হস্তে পত্রখানি লইয়া পড়িল। ভৈরববাবু লিখিয়াছেন, প্রতিমার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, সে এখন সাবালিকা। কোনও বিশেষ কারণে তিনি আর তাহার সহিত সংশ্রব রাখিতে চান না,—অভিভাবকত্ব পরিহার করিতে ইচ্ছা করেন। কলেজ ও বোর্ডিং খরচ বাবদ মাসের শেষ তারিখ অবধি কলেজের কত পাওনা হইবে তাহার বিল পাইবামাত্র চেক পাঠাইয়া দিবেন। পরের মাস হইতে প্রতিমার কোনও খরচপত্রের জন্য আর তিনি দায়ী থাকিবেন না। প্রতিমাকে এ বিষয় জানাইতেও অনুরোধ করিয়াছেন।

যদিও গত রাত্রি হইতেই এ আশঙ্কা প্রতিমার মনে বর্ত্তমান ছিল, তথাপি ইহা এখন সুনিশ্চিত জানিয়া তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল।

মেম সাহেব জানিতেন, কয়েক মাস পূর্ব্বে এ বালিকার পিতা-মাতা পরলোক গমন করিয়াছেন, এখন এ কোনও দূর আত্মীয়ের অভিভাবকত্বে আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার অভিভাবক হঠাৎ এরূপ করিলেন, তাহার কারণ কি? তুমি কি বিশেষ কোনও অপরাধ করিয়াছ?"

প্রতিমা বলিল, 'আমি যাহা করিয়াছি, আমি ত তাহা অপরাধ বলিয়া মনে করি না, তিনি তাই মনে করিয়াছেন বটে।"

মেম সাহেব বলিলেন, "তুমি মনে করিও না যে আমি তোমার

পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে জানিতে অযথা কৌতূহলী হইয়াছি। তুমি কি করিয়াছ, কি জন্য তোমার অভিভাবক হঠাৎ তোমার সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন, তাহা আমার জানা আবশ্যক। কেন না তুমি হয়ত এমন কোনও গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকিতে পার, যাহাতে তুমি অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে বোর্ডিং-এ একত্র থাকিবার আর উপযুক্ত নও।"

মেম সাহেবের কথার ইঙ্গিতটুকু বুঝিতে পারিয়া প্রতিমা শিহরিয়া উঠিল। আত্মরক্ষার্থ সে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "না না মহাশয়া, আমি সেরূপ কোনও কার্য্য করি নাই। কি করিয়াছি, তাহা শুনুন তবে। তাঁহারা, তাঁহাদের মেঝ ছেলেকে বিবাহ করিবার জন্য আমায় অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, আমি কিছুতেই সম্মত হই নাই। আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, আপনি আমার অভিভাবককে পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন।"

মেম সাহেব প্রসন্ন বদনে প্রতিমার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। তিনিও যৌবনে, ঐ জাতীয় কারণে নিজ পিতামাতার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, বাঙ্গালী মেয়েরা যতই লেখাপড়া শিখুক আর জুতা মোজাই পরুক, তাহাদের ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হয় না—অভিভাবকদের হস্তে তাহারা ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র।—প্রতিমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হইল। স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "তোমার

অভিভাবককে পত্র লিখিতে হইবে না,—তোমার কথাতেই আমার বিশ্বাস হইতেছে। কিন্তু, তুমি এখন কি করিবে? তোমার কি আর কেহ আত্মীয় স্বজন আছেন যিনি তোমার পড়ার খরচ যোগাইতে পারেন?"

"না, সেরূপ কেহই আরার নাই।"

"তবে?"

"কোথাও কোনও চাকরি অন্বেষণ করিয়া আমাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আপনি কি এখানে, স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে আমাকে কোনও কায দিতে পারেন না।

"এখানে কোনও পদ ত এখন খালি হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয়ে তুমি আবেদন করিয়া দেখ। আমি সুপারিশ করিয়া দিব। আচ্ছা, এখন তুমি ক্লাসে যাও।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অর্থলাভ

প্রতিমা ক্লাসে ফিরিয়া গেল। তার মন আজ বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত, অধ্যাপকগণের লেকচারে সে মনোনিবেশ করিতে পারিল না।

শোভনা এক সময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর হয়েছে কি ভাই, মুখ এমন শুক্‌নো কেন ?"

প্রতিমা বলিল, "বল্‌বো এখন।"

বোর্ডিং-এ সন্ধ্যার পর প্রতিমা শোভনাকে সমস্ত কথাই বলিল। শুনিয়া শোভনা বিমর্ষ মুখে বসিয়া রহিল।

রাত্রে শোভনা বলিল, "আচ্ছা ভাই, তোর বরকে কেন সব কথা খুলে একখানা চিঠি লেখ্‌ না। সে নিশ্চয়ই একটা কোনও উপায় করবে।"

প্রতিমা বলিল, ছি ভাই, তা কি পারা যায় কখনও ? তিনি কোন দিন আমায় চিঠি লেখেন নি, আমি তাঁকে চিঠি লিখি কোন্‌ লজ্জায় ?"

কলিকাতাস্থ প্রত্যেক বালিকা-বিদ্যালয়ে, শিক্ষয়িত্রীর পদ প্রার্থনা করিয়া, প্রতিমা এক একখানি দরখাস্ত পাঠাইল। প্রতি-শ্রুতি মত, প্রিন্সিপল মহাশয়া, প্রত্যেক দরখাস্তে সুপারিশ লিখিয়া দিলেন।

শনিবার প্রাতে শোভনা বলিল, "ভাই, আজ ওবেলা বাবা আমাকে নিতে আসবেন। তুইও আমার সঙ্গে চল। আমার মনে একটা মৎলব আছে, কাল রবিবারে ব'সে তোতে আমাতে সেই কাযটি কর্‌বো।"

"কি কায ভাই ?"

"তুই ত তোর বরকে চিঠি লিখতে রাজি হ'লিনে। আমি আমার দাদাকে একখানা চিঠি লিখ্‌বো। তোদের সব কথা খুলে লিখে দিতে চাই। তোর বরের সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে কিনা জানিনে, না থাকলেও,বিলেত ছোট দেশ, তিনি অনায়াসেই তাঁকে খুঁজে বের করবেন। সব কথা জানতে পারলে, তোর বর কি একটা ব্যবস্থা করবেন না ভাই ? নিশ্চয়ই করবেন। তোর কি মনে হয় ?"

প্রতিমা বলিল, "কি জানি ভাই, তিনিই জানেন আর ঈশ্বরই জানেন।

প্রতিমা, শোভনার সঙ্গে তাহাদের বাড়ী যাইতে সম্মত হইল। যথাসময়ে মুখার্জ্জি সাহেব আসিয়া উভয়কে বালিগঞ্জে লইয়া গেলেন।

রবিবারে শোভনা তার দাদাকে পত্র লিখিল। বিলাতী ডাক যদিও বৃহস্পতিবারের পূর্ব্বে রওয়ানা হইবে না, তথাপি ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলায় পত্রখানি চিঠির বাক্সে ফেলিয়া দেওয়া হইল।

সোমবারে যথারীতি মুখার্জ্জি সাহেব দুইজনকে কলেজে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

একে একে প্রতিমার আবেদন পত্রগুলির উত্তর আসিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও কোনও আশা পাওয়া গেল না।

এদিকে মাসও পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। তখন প্রতিমা কোথায় যাইবে, কোথায় থাকিবে ?"

স্কুল কলেজ ছাড়া, কত আফিসেও ত মেয়েরা চাকরি করে —তবে বাঙ্গালীর মেয়ে ওরূপ করিতেছে ইহা প্রতিমা শুনে নাই বটে। যাহারা আফিসে চাকরি করে তাহারা য়ুরোপীয় বা ফিরিঙ্গি মেয়ে। কিন্তু উপযুক্ত হইলে বাঙ্গালীর মেয়েই বা করিবে না কেন ?

কিন্তু কোনও আপিসের কোনও কর্ত্তাব্যক্তিকে প্রতিমা ত চেনে না। কোথায় কোন আপিস আছে, তাহাও সে জানে না। একটা মাত্র আপিসের কথা সে জানে,—যেখানে তাহার পিতা ২৫ বৎসর ধরিয়া কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রতিমা সেই আপিসের অজ্ঞাতনামা কর্ত্তাকে একখানি দরখাস্ত পাঠাইল। পিতার কথা লিখিল, নিজ বর্ত্তমান নিরাশ্রয়তার কথাও জানাইয়া, একটী কোনও কর্ম্ম প্রার্থনা করিল সেদিন ইংরাজি মাসের ২৫ তারিখ।

২৬শে গেল, ২৭শে গেল, ২৮শে গেল—কিন্তু কোনও উত্তর ত

আসিল না! কি হইল? শোভনা অবশ্য তাহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু আবার পরের গলগ্রহ হওয়া! ৩০ তারিখের পর, কোথায় প্রতিমা দাঁড়াইবে, কে তাহাকে দুটী অন্ন দিবে? দুর্ভাবনায়, অনিদ্রায় তাহার রাত্রি কাটিল।

২৯শে তারিখে, বেলা ৮টার সময়, প্রতিমা তার শেষ আবেদন পত্রের উত্তর পাইল। সি, ই, ক্লড স্বাক্ষরে পিতার আপিসের বড সাহেব, যে কোন দিন বেলা ১টা হইতে ২টার মধ্যে আপিসে গিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন।

এই পত্র পাইয়া প্রতিমার মনে আশার সঞ্চার হইল। তবে, কোনও কর্ম্ম হয়ত সাহেব তাহাকে দিবেন। নহিলে ডাকিয়া পাঠাইবেন কেন? প্রিন্সিপাল মহাশয়ার অনুমতি লইয়া, সেই দিনই বেলা ১টার সময়, প্রতিমা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। বোর্ডিংএর কর্ত্রী মহাশয়া, কলেজের একজন দ্বারবানকে তাহার সঙ্গে দিলেন।

ট্যাক্সি হইতে নামিয়া প্রতিমা দেখিল, বৃহৎ এক অট্টালিকা। দ্বারের উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "ক্লড এণ্ড ব্ল্যাক-ওয়েল।"

ট্যাক্সি বিদায় করিয়া, দ্বারবানকে বাহিরে রাখিয়া প্রতিমা ভিতরে প্রবেশ করিল। একজন চাপরাশিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা

করিল, "বড় সাহেবের কামরা কোথায়? তিনি আমায় সাক্ষাৎ জন্য ডাকিয়াছেন।"

চাপরাশি অবাক্ হইয়া দর্শন-প্রার্থিনীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কত বিলাতী মেম, আধা বিলাতী মেম, বড়, মেঝ, ছোট সাহেবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে বটে, কিন্তু কোনও বাঙ্গালিনী অদ্যাবধি ত এ আপিসের চৌকাঠ পার হয় নাই!—'আইয়ে"—বলিয়া চাপরাশি অগ্রগামী হইল। কোনও মেম সাহেব হইলে যে "আইয়ে হুজুর" বলিয়া থাকে, কিন্তু একজন বাঙ্গালিনীকে ওরূপ বলিতে চাপরাশি পুঙ্গবের প্রবৃত্তি হইল না।

চাপরাশির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রতিমা দ্বিতলে উঠিয়া গেল। একটা কামরার বাহিরে লেখা দেখিল Mr. Charles E Claude Senior Partner. সেখানে দাঁড়াইয়া চাপরাশি জিজ্ঞাসা করিল, "কার্ড হায়?"

প্রতিমা বলিল, "না, কার্ড নেই। এই চিঠি সাহেব আমায় লিখেছেন, এই খানাই তাঁকে দেখাও।

চিঠি লইয়া চাপরাশি ভিতরে গেল। প্রতিমা বাহিরে দাঁড়াইয়াই শুনিতে পাইল, সাহেব বলিলেন,—"সেলাম দো।"—চাপরাশি আসিয়া প্রতিমাকে ভিতরে যাইতে ইঙ্গিত করিল।

প্রতিমা ভিতরে গিয়া দেখিল, বড় সাহেব হইলেও মিঃ ক্লড যুবা-পুরুষ। বয়স ৩৫।৩৬ এর বেশী হইবে না। তিনি হাস্যমুখে

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া প্রতিমার সহিত কর-মর্দ্দন করিয়া, একটা চেয়ার দেখাইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

প্রতিমা বসিলে সাহেব বলিলেন, "তুমিই কেদারনাথের কন্যা? তোমার আর ভাই বোন ক'টী আছে?"

"ভাই বোন কেউ নাই। আমি আমার পিতার একমাত্র সন্তান ছিলাম?"

সাহেব দেরাজ হইতে প্রতিমার আবেদন পত্রখানি বাহির করিলেন। পড়িয়া বলিলেন, "এই ভৈরব চক্রবর্ত্তী কে?"

"আমার পিতার দূর আত্মীয়।"

"তা তো তুমি চিঠিতেই লিখিয়াছ। তিনি কি করেন?"

"কয়লার খনির মালিক।"

"অবস্থা ভাল?"

"হ্যাঁ।"

"তবে তিনি তোমায় পরিত্যাগ করিলেন কেন?"

প্রতিমার মনে আশঙ্কা হইল, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়া প্রথমে যে কুৎসিত সন্দেহ করিয়াছিলেন, ইঁহার মনেও হয়ত সেই সন্দেহই জাগিতেছে, হয়ত দুশ্চরিত্রতার জন্যই জেঠামহাশয় তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। সুতরাং কলেজের মেম সাহেবকে সে যাহা উত্তর দিয়াছিল, এখানেও তাহাই দিল।

শুনিয়া সাহেবের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। বলিলেন—

"Brave young lady !" (সাহসী মেয়ে !) কিন্তু তার পরেই সাহেব যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে প্রতিমা বিব্রত হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, ভৈরব চক্রবর্ত্তী বড়লোক, তাঁর ছেলেকে বিবাহ করিতে তোমার এত আপত্তি কিসের ? তবে কি তুমি অপর কোনও যুবককে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ?"

একথার উত্তর দিবে কিনা, এবং কি উত্তর দিবে, প্রতিমা নতমুখে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সাহেব সকৌতুকে তাহার লজ্জারক্ত মুখখানির পানে চাহিয়া রহিলেন।

প্রতিমা ভাবিল, সাহেবের প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াটা অভদ্রতা হইবে—বিশেষ সে যখন তাঁহার কাছে উপকারপ্রার্থিনী। এই ভাবিয়া সে মুখ খুলিল। সলজ্জভাবে বলিল, "আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন।"

"সে ভাগ্যবান্ লোকটী কে জানিতে পারি কি ?"—সাহেবের চোখে মুখে কৌতুক ভরা হাসি।

প্রতিমা নতমুখে, প্রায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "ঐ ভৈরব বাবুরই কনিষ্ঠ পুত্র।"

"তিনি কোথায়, কি করেন ?"

"তিনি বিলাতে। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছেন।"

"কবে ফিরিবেন ?"

"আগামী অক্টোবরে।"

""তোমার পরীক্ষা কবে হইবে?"

"আগামী মার্চ্চ মাসে। কিন্তু পরীক্ষা দিবার আমার ত কোনও উপায় নাই।"

"তোমার ফিঁয়াসে (ভাবী স্বামী) বিলাত হইতে না ফেরা পর্য্যন্ত তুমি কি চাকরি করিতে চাও?"

"আমার ত অন্য উপায় আর নাই।"

সাহেব কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া, পেন্‌সিল দিয়া ব্লটিংপ্যাডে দাগ কাটিতে লাগিলেন। তারপর মুখ তুলিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "না মিস ব্যানার্জ্জি, তুমি নিজেকে যেরূপ নিঃসম্বল মনে করিয়াছ, তাহা তুমি নও।"

প্রতিমা সবিস্ময়ে সাহেবের মুখ পানে চাহিল।

সাহেব বলিলেন, "তুমি কি জান না, আমাদের আপিসের নিয়ম আছে, যে সব কর্ম্মচারীর কার্য্যে আমরা খুসী থাকি, তাহারা অবসর লইলে বা মরিয়া গেলে, যত বছরের চাকরি, তত মাসের বেতন আমরা তাহাকে বা তাহার ওয়ারিশকে বোনাস্ দিয়া থাকি?"—বলিয়া সাহেব প্যাডের উপর ১৫০কে ২৫ দিয়া গুণ করিয়া কহিলেন, "আমাদের নিকট তোমার ৪২৫০৲ পাওনা যে!"

শুনিয়া প্রতিমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। এ যে অপ্রত্যাশিতে সৌভাগ্য! একথা ত মোটেই সে জানিত না! মুখ তুলিয়া বলিল, "না, আমি ত জানিতাম না।"

সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, এখন এক কাষ কর দেখি। এই কাগজ নাও কলম নাও। তোমার পিতার বোনাসের টাকার জন্ম আমার নামে একথানা দরথাস্ত লেথ। কবে তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে তাহা লেথ; এবং তুমিই যে তাঁহার একমাত্র সন্তান, তাহাও উল্লেথ কর। আমি একটু অন্য কার্য্যে যাইতেছি, ১৫।২০ মিনিট পরে ফিরিব। তুমি ততক্ষণ দরথাস্তটা লিখিয়া রাথ।"—বলিয়া সাহেব একটা সিগারেট ধরাইয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

সাহেব ফিরিয়া আসিলে, প্রতিমা দরথাস্তথানি তাঁহার হস্তে দিল। সাহেব ইতিপূর্ব্বে তাহার ইংরাজী কথোপকথন শুনিয়া খুসী হইয়াছিলেন, ওরূপ বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং ওরূপ বাগ্‌ভঙ্গি তাঁহার আপিসের কোনও এম-এ পাস কেরাণীর মুখেও শুনেন নাই। লেখাটি দেখিয়া আরও খুসি হইলেন। বলিলেন, "তুমিই যে কেদার ব্যানার্জ্জির কন্যা এবং একমাত্র সন্তান, ইহা প্রমাণ করিবার মত কোনও লোক এই আপিসে আছে কি?"

প্রতিমা বলিল, "হ্যাঁ, এই আপিসের রাজেন্দ্রবাবু এবং যদুবাবু আমাকে চেনেন। পিতার জীবিত কালে আমাদের বাড়ী তাঁহারা গিয়াছিলেন।"

সাহেব ঘণ্টা বাজাইলেন। চাপরাশি আসিলে বলিলেন, "রাজেন বাবু। যদু বাবু।"

চাপরাশি গিয়া অনতিবিলম্বে বাবুদ্বয়কে ডাকিয়া আনিল। তাঁহারা আসিয়া সনাক্ত করিলেন, এই বালিকা তাঁহাদের মৃত সহকর্ম্মী কেদারনাথ ব্যানার্জ্জির কন্তা এবং একমাত্র সন্তান।"

সাহেব তাঁহাদের এই উক্তি, প্রতিমার দরখাস্তের পার্শ্বে তাঁহাদের দ্বারা লিখাইয়া লইলেন।

সাহেব তখন প্রতিমাকে বলিলেন, "পশু´ শনিবারে আমাদের বোর্ডের মীটিং আছে। সেই মীটিং-এ তোমার এ দরখাস্ত আমি মঞ্জুর করাইয়া লইব। সোমবারে, এই সময় তুমি আবার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

প্রতিমা ধন্যবাদের সহিত তাহার সম্মতি জানাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

সাহেবও দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "এখন নিশ্চিন্ত হইলে ত? কলেজে যেমন পড়িতেছিলে, তেমনি পড় গিয়া। তোমার ফিয়াঁসেকে এ সুসংবাদ দিও এবং লিখিও, আমি তাঁহাকে আমার অভিনন্দন জানাইতেছি। ভাল কথা, তোমাদের যখন বিবাহ হইবে, আমাকেও নিমন্ত্রণ করিবে ত?" - বলিয়া সাহেব হাসিতে লাগিলেন।

প্রতিমা সলজ্জ হাসির সহিত বলিল, "আমি সেই সৌভাগ্যের দিনের পথ চাহিয়া থাকিব।"—সাহেব করমর্দ্দনান্তে তাহাকে বিদায় দিলেন।

সোমবারে প্রতিমা আসিলে, সাহেব তাহাকে চেকখানি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলেজে তোমার মাসে কতটাকা খরচ হয় ?"

"সবশুদ্ধ, মাসে ত্রিশ হইতে চল্লিশের বেশী নয়।"

"এই মাত্র ?—তুমি এ চেক লইয়া এখন কি করিবে ?"

"আমাদের প্রিন্সিপল মহাশয়ার নিকট জমা রাখিব।"

"তিনি সম্মত হইবেন কি ? এক কাজ কর। চল ব্যাঙ্কে লইয়া গিয়া তোমার একটা চলতি হিসাব আমি খোলাইয়া দিই। চেকবুক পাইবে। চেক কাটিয়া খরচপত্র করিবে।"

সাহেব প্রতিমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের ফারমের ব্যাঙ্কে গিয়া তাহার নামে চলতি হিসাব খোলাইয়া দিলেন। চেকবহি লইয়া, সাহেবকে ধন্যবাদ জানাইয়া প্রতিমা বোর্ডিং-এ ফিরিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিলাত আপীলের ফল

একমাস পরে, শনিবার প্রাতে শোভনা প্রতিমাকে বলিল, "কাল কোন্ দিন, মনে আছে ভাই?"

প্রতিমা বলিল, "কেন, কাল রবিবার।"

শোভনা হাসিয়া বলিল, "কাল কোন রবিবার?"

প্রতিমা বলিল, "রবিবার আবার কোন রবিবার! রবিবারের কি জাতিভেদ আছে নাকি?"

"নেই? সত্যি বলছিস? বেশ ক'রে ভেবে ছাখ দেখিনি, কাল রবিবারে কি হবে বা কি হবার সম্ভাবনা?"

প্রতিমা বলিল, "কাল বিলাতি ডাক আসবার দিন। কাল তোর দাবার চিঠি আস্‌বার কথা।"

শোভনা প্রতিমার গাল টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "তবে লো ছুঁড়ি! এতক্ষণ ন্যাকামি হচ্ছিল কেন শুনি?—সে যাক্। আজ বাবা এলে তুইও আমার সঙ্গে যাচ্ছিস ত?"

"যাব?"

"যাবিনে? দাদা কি লেখেন জানতে তোর আগ্রহ হচ্ছে না?"

"তা, খুবই হচ্চে। কিন্তু বড্ড ভয়ও যে করছে ভাই!"

"মনে হচ্চে যে বিলেত আপীলের ফলে মুক্তির সংবাদই আসে, না, ফাঁসির রায় বাহাল থাকে—এই না?"

"তুই ভাই ব্যারিষ্টারের মেয়ে, ব্যারিষ্টারের বোন,—তুই ও উপমা দিতে পারিস। তাই বটে।"

"আমার ত ভাই মনে নিচ্চে যে, ভাল খবরটিই আস্‌বে। চল্ যাই দুজনে। রবিবারে বেলা ৯টা ১০টার সময় বিলাতী চি আসে। তুই যদি আমার সঙ্গে না যাস্, আর যদি ভাল খবরটি আসে, সেই পর্শু বেলা ১০টা ভিন্ন আমি ত তোকে জানাতে পারবো না!—এ চব্বিশ ঘণ্টা যে ছট্‌ফট্ ক'রে আমি মরে যাব ভাই।"

শোভনা প্রতিমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অবশেষে প্রতিমা বলিল, "চল্ যাই। যদি ফাঁসির হুকুমই আসে, সেটাও যত শীগ্‌গির জানতে পারি ততই ভাল।"

মিষ্টার মুখার্জ্জি আসিয়া উভয়কে গৃহে লইয়া গেলেন। শনিবার রাত্রে দুই সখী একই ঘরে ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে নানা জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতে সংবাদপত্রে ঘোষিত হইল, বোম্বাই বন্দরে জাহাজ আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায়, কলিকাতায় বিলাতী ডাক অপরাহ্ন ৪টার পূর্ব্বে বিলি হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিলাত আপীলের ফল

শোভনার জননী, কন্যার নিকট সকল কথাই শুনিয়াছিলেন,—আজ প্রতিমার বিষয়ে তাঁহার পুত্রের চিঠি আসিবার কথা, ইহাও জানিতেন।

বেলা ৪॥টার সময়, বিলাতী ডাক আসিয়া পৌঁছিল। শোভনার নামে যে চিঠিখানি আসিয়াছে, তাহা বেশ মোটা। শোভনা চিঠি খুলিয়া দেখিল, দাদার চিঠির সহিত জড়ানো একখানি বন্ধ খাম, তাহার উপরে বাঙ্গলায় লেখা—শ্রীমতী প্রতিমা দেবী।

তাহার নিজের চিঠিতে দাদা লিখিয়াছেন—

স্নেহের বোনটি আমার,

এবার ভারতীয় ডাক খুব সকালেই এসেছে—শনিবার রাত্রি ৯টার সময় তোর চিঠি পেলাম। তুই যে সুরেন চক্রবর্ত্তীর কথা লিখেছিস্, তাকে আমি আগে থেকেই জানতাম—যদিও আমি পড়ি আইন, আর সে পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং। আর তার কনেটির কথাও জানতাম,—সুরেন আমাকে তার ছবি দেখিয়েছিল। তবে, সম্প্রতি যে গোলমালের কথা তুই লিখেছিস্, সেটা আমি জানতাম না—হপ্তা দুই সুরেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি,—দেখা হলে নিশ্চয়ই সে আমায় সব কথাই খুলে বল্‌তো।

যা হোক, তোর চিঠি পেয়েই, সেই রাত্রেই ট্যাক্সি নিয়ে আমি সুরেনের বাসায় ছুট্‌লাম। বড় কম দূর নয়,—আমি থাকি

রিচমণ্ডে, সে থাকে মেডা হিল। যখন তার বাসায় পৌঁছলাম, তখন সে পড়া শেষ ক'রে, শুতে যাবার বন্দোবস্ত করছে। তত রাত্রে আমায় ওভাবে আসতে দেখে সে একটু চম্‌কে গেল। তারপর, তোর চিঠি আমি তাকে দেখালাম। সমস্ত পড়ে, সে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"বাবা তার প্রতি এ রকম ব্যবহার করছেন, এটা বড়ই দুঃখের বিষয়।" আমি তাকে বল্লাম, "সে তিনি যা ভাল বুঝেছেন তাই করছেন। এখন তুমিও কি বাপকা বেটা হয়ে সে বেচারিকে হাঁকিয়ে দেবে না কি?"—সে উত্তর কর্‌লে, "নিশ্চয়ই না। এমন অধর্ম্ম আমি কর্‌তে পারবো না।"—তখনই হুইস্কির ডিক্যান্টার বেরুল, সোডার সাইফন্ বেরুল,—আমরা দু'জনে বাম্পার ডোজে (প্রচুর মাত্রায়) তার ক'নের—তোর সখীর—স্বাস্থ্য পান কর্‌লাম।

কাল বিকেলে এসে সুরেন তোর সখীর নামে যে চিঠিখানা দিয়ে গেল, তা এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। তাঁকে দিস্—আর বলিস্, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন নত হয়ে পড়ছে—সাবিত্রী দময়ন্তীর দেশের মেয়েদের বুকে, এই রকম একনিষ্ঠ প্রেম থাকবে না ত কোথায় থাক্‌বে? তিনি যা করেছেন, সেই রকম করাই তাঁর কর্ত্তব্য ছিল।

সুরেন ত অক্টোবর মাসে ফিরে যাচ্ছে। আমার ফির্‌তে এখনও প্রায় একবছর। সুরেনকে আমি বল্লাম, "তোমরা ভাই দিনকতক

সবুর কোরো ;—আমি ফিরে গেলে তারপর বিয়ে কোরো,—লুচিটে আমার না ফস্কায়!"—তা, সে গাধা কি বল্লে জানিস? বল্লে, "বিয়ের রাত্রে বামুনের ভাজা লুচি নাই বা খেলে। তুমি দেশে ফিরলে,আমার বউয়ের নিজের হাতে ভাজা লুচি তোমায় খাওয়াব।"—অতএব তোর সখীকে বলিস্—বেথুন কলেজে লুচিভাজা নিশ্চয়ই শেখায় না—তিনি যেন ইতিমধ্যে কোনও সুযোগে লুচি ভাজাটা শিখে নেন।"—ইত্যাদি।

চিঠির মাঝামাঝি পড়িয়াই শোভনা তার জননীকে বলিয়াছিল, "মা, ভাল খবর।"

শোভনার চিঠি পড়া শেষ হইলে মা বলিলেন, "কি দেখি, কি লিখেচে?"

শোভনা বলিল, "দেখো এখন মা। আগে প্রতিমাকে দেখিয়ে আসি।"

"সে কোথা?"

"দোতলায় আমার ঘরে চুপ্‌টি করে ব'সে আছে—বিলেতে আপীলের ফলে তার মুক্তি সংবাদই আসে না ফাঁসির রায়ই বাহাল থাকে, তাই বসে ভাবছে।"—বলিয়া শোভনা প্রায় ছুটিতে ছুটিতে উপরে উঠিয়া গেল।

চিঠি হাতে শোভনার হাসিমুখ দেখিয়া প্রতিমার মৃতদেহে যেন

প্রাণ ফিরিয়া আসিল। শোভনা বলিল, "প্রতিমা, তুই লুচি ভাজতে জানিস্ ভাই ?"

"কেন ?"

"তোর বর ত তোকে নিলে না,—চিঠি এসেছে। এখন তুই কি কর্‌বি বল দেখি ? আমাদের বাড়ীতে, লুচি ভাজতে জানে এমন একজন বাম্‌নী দরকার। তুই বলিস্ ত, মাকে ব'লে সেই কাযে তোকে বাহাল করিয়ে দিই।"

প্রতিমা বলিল, "যা আর জ্বালাস্‌নে ভাই। তোর মুখ দেখেই আমি বুঝছি, আমায় বাম্‌নী-গিরিও কর্‌তে হবে না, ঝি-গিরিও কর্‌তে হবে না। দে দে চিঠি দেখি।

শোভনা তখন উভয় পত্রই প্রতিমার হাতে দিল। প্রতিমা প্রথমে শোভনার পত্রখানি পড়িল। উহা শেষ করিয়া বলিল, "ওঃ, এইজন্যে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল আমি লুচি ভাজতে পারি কিনা ?—তোর দাদাকে লিখে দিস, ওবিদ্যে অনেকদিন আগেই আমার আয়ত্ত হয়ে গেছে—আমি মার কাছে, শুধু লুচি ভাজা নয়, সব রকম রান্নাই শিখেছিলাম।"

অতঃপর প্রতিমা নিজ নামের পত্রখানি খুলিল। তাহার পাঠশেষ পর্য্যন্ত শোভনা ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে পারিল না। প্রতিমার স্কন্ধের উপর ঝুঁকিয়া শোভনাও পড়িল—

বিলাত আপীলের ফল

প্রিয়তমাসু,

তোমায় প্রিয়তমা সম্বোধন করিবার অধিকার পাইয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি। বাবা যেদিন তাঁহার পত্রসহ তোমার ফটোগ্রাফ আমায় পাঠাইয়া দেন, সেই দিন তোমা-কেই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আমার ভাবী বধূ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া-ছিলাম। প্রতি সপ্তাহের পত্রে, তোমার যেটুকু সংবাদ বাবা অথবা মা লিখিতেন, তাহা আমি পিপাসার জলের মতই জ্ঞান করিতাম। অদ্য দুই সপ্তাহ হইল, বাবার এক পত্রে এই নিদারুণ সংবাদ পাই-লাম যে, তিনি আমাদের উভয়ের মিলন না মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ পত্র পাইয়া আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইয়াছিল। উপর্য্যুপরি দুই ডাকে আমি বাড়ীতে পত্র লিখি নাই। কল্য ডাকে লিখিব। কিন্তু, তোমায় বলিয়া রাখি, বাবার সহিত একটু ছলনা করিতে বাধ্য হইব। তাহার ফল যে কি হইবে তাহা আমি জানি না। তবে ইহা স্থির যে, তোমাকে না দেখিয়াও, তোমার ছায়াচিত্রকে —তোমার নকলকে—আমি যেমন বুকে তুলিয়া লইয়াছিলাম,— সেইরূপ ঈশ্বরেচ্ছায়, আসলকেও একদিন বুকে তুলিয়া লইবার সৌভাগ্য কামনা করি।

তুমি এখনও বেথুন কলেজে আছ, অথবা অর্থাভাবে কলেজ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছ, তাহা আমি জানি না। যদি ছাড়িয়া থাক, তবে আবার ফিরিয়া যাও,—এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। আমি

আজ মণি-অর্ডারে তোমায় ৫ পাউণ্ড (৭৫৲) পাঠাইলাম, এবং প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে টাকা পাঠাইব। তুমি বোধ হয় জান যে আমি এখানে চাকরি করি,—আমার অর্থাভাব নাই।

এখন হইতে প্রতি ডাকে আমি তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় থাকিব। আমার অপরিবর্ত্তনীয় ভালবাসা জানিও।

তোমার সুরেন।

সেই দিন রাত্রি ৯টার সময় সকলে মিলিয়া ডিনার খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময় বাড়ীতে কাহার মোটরগাড়ী প্রবেশ করিবার শব্দ আসিল। মিসেস্ মুখার্জ্জি স্বামীর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এল এমন সময়?"

মুখার্জ্জি সাহেব বলিলেন, "কি জানি। কারু ত আসবার কথা ছিল না।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেহারা একখানি কার্ড আনিয়া মুখার্জ্জি সাহেবের হাতে দিল। তিনি উহা পাঠ করিলেন—"ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ঝরিয়া কোল্ সিণ্ডিকেট্।"

মিসেস্ মুখার্জ্জি প্রতিমার পানে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার জেঠা মশাইয়ের নাম না?"

প্রতিমা জানাইল, তাহাই বটে।

ভৈরব বাবুর এরূপ অতর্কিত আবির্ভাবে সকলেই বিস্মিত

হইলেন। মুখার্জ্জি বেয়ারাকে বলিলেন, "আপিস কামরামে বাবুকে বৈঠাও।"

ডিনার শেষ করিয়া মুখার্জ্জি সাহেব গিয়া আপিস কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ভৈরববাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আপনিই কি মিষ্টার মুখার্জ্জি ?"

"হ্যাঁ।"

"আমার ভাই-ঝি প্রতিমা কি এখানে আছে ?"

"আছে। কেন ?"

"দয়া করে তাকে ডেকে দিন। তার সঙ্গে আমার এখনি একটা বিশেষ কথা আছে। তারপর, তাকে আমি নিয়ে যাব।"

মুখার্জ্জি বলিলেন, "তাকে আমি ডেকে দিচ্চি—আপনার কি কথা আছে তাকে আপনি বলুন। কিন্তু, তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে দেবো কিনা, সেটা আমি পরে বিবেচনা কর্‌বো।"

ভৈরববাবু একটু রাগত স্বরে বলিলেন, "কি রকম ? আমার ভাইঝি, তাকে আপনি আটকাবেন ?"

মুখার্জ্জি বলিলেন, "আপনার ভাইঝি এখন সাবালিকা, একথা আপনি নিজে বেথুন কলেজের প্রিন্সিপলকে লিখেছিলেন মনে করে' দেখুন।"

একথা শুনিয়া ভৈরববাবু নরম হইলেন। বলিলেন, "আপনি

ত সবই জানেন দেখছি! আপনি কি সন্দেহ করছেন যে আমি কোনও কুমৎলবে আমার ভাইঝিকে বাড়ী নিয়ে যেতে চাচ্চি?

মুখার্জ্জি বলিলেন, "হাঁ, আমি সন্দেহ কর্‌ছি যে আপনি তাকে নিয়ে গিয়ে, আপনার মেঝ ছেলেকে বিয়ে করবার জন্তে তাকে নির্য্যাতন করবেন।"

ভৈরববাবু বলিলেন, "আমার মেঝ ছেলে, আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে' আজ দু'হপ্তা হল বর্ম্মা চলে গেছে।—আপনি সবই যখন জানেন, তখন আপনাকে খোলাখুলি বলতে কোনও বাধা নেই। আমি মহা বিপদে পড়েছি মশাই! এই দেখুন বিলেত থেকে আমার ছোট ছেলের এই চিঠি আমি আজ পেয়েছি।"—বলিয়া ভৈরববাবু একখানি পত্র মুখার্জ্জি সাহেবের হাতে দিলেন।

মুখার্জ্জি পড়িলেন—

৪৯নং, ব্লমফিল্ড রোড্
মেডা হিল, লণ্ডন W.

প্রণামান্তে নিবেদন

আমি দুই সপ্তাহ লণ্ডনের বাহিরে গিয়াছিলাম, গতকল্য ফিরিয়া আপনার দুই ডাকের দুইখানি পত্রই পাইলাম। প্রথম খানি পাঠ করিয়া জানিলাম যে, পূর্ব্বকথিত বালিকার সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ আপনি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন—জানিয়া বিশেষ

আনন্দ লাভ করিলাম। পূর্ব্বে একটা কথা আপনাদের নিকট গোপন করিয়াছিলাম, এখন তাহা প্রকাশ করি।

প্রায় এক বৎসর হইল আমি এই বাসায় রহিয়াছি। আমি যখন আসিয়া এ বাড়ীতে পেয়িং গেষ্ট হই, সে সময় গৃহিণীর কন্যা মিস্ ঈভা রাসেল, ফ্রান্সে ছিলেন, সেখানে তিনি ফরাসী ভাষা অধ্যয়ন করিতেন। তিন মাস হইল তিনি ফিরিয়াছেন। মেয়েটির বয়স ১৯ বৎসর মাত্র, বেশ সুন্দরী। একত্র এক বাড়ীতে অবস্থান হেতু, তাঁহার সহিত আমার প্রণয় জন্মিয়া গেল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আপনি প্রতিমা-নাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করিতে আমায় আদেশ করিয়াছিলেন এবং আমিও তাহাতে আমার সম্মতি-জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। সম্মতিজ্ঞাপন কথাটা ভুল লিখিলাম; আপনার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। সেই কারণে ঈভাকে ভালবাসিলেও তাহার নিকট আমি বিবাহ-প্রস্তাব করিতে পারি নাই। ইহাতে আমি মরমে মরিয়া ছিলাম। পাছে আপনি বিরক্ত হন, এই ভয়ে, আপনার কাছে এ বিষয় লিখিয়া, প্রতিমার হাত হইতে মুক্তি প্রার্থনাও করিতে পারি নাই। এখন আপনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে মুক্তি দিয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে আশাতীত সৌভাগ্য সন্দেহ নাই। এখন ঈভার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিবার আদেশ আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। কারণ আমি আপনার সুবাধ্য সন্তান, আপনার বিনা আদেশে

কোনও কার্য্য করা আমার ইচ্ছা নয়। আশা করি সন্তানের প্রতি দয়া করিয়া সে আদেশ ফেরৎ ডাকে আমাকে জ্ঞাপন করিবেন।

আমি ভাল আছি। আপনি আমার শত কোটি প্রণাম জানিবেন এবং মাতাঠাকুরাণী ও মেজদাকে জানাইবেন। ইতি।

সেবক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

এই সুরেন যে ঐ তারিখের পত্রেই প্রতিমাকে লিখিয়াছে "পিতার সহিত একটু ছলনা করিতে বাধ্য হইলাম"—মুখার্জ্জি একথা তাঁহার কন্যা শোভনার নিকট শুনিয়াছিলেন। এই পত্র পড়িয়া তিনি মনে মনে বলিলেন,—খুব চাল চেলেছে ছোকরা! বাহিক গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "তা এর জন্যে নিজেকে আপনি এমন বিপন্ন মনে করছেন কেন ভৈরববাবু?"

ভৈরববাবু বলিলেন, "বলেন কি মশাই? বিপদ নয়? ছেলে বেটা শেষকালে এক মেম বিয়ে ক'রে এনে হাজির করবে?"

"কেন, এই ত লিখছে, আপনার আদেশ না পেলে করবে না --সে আপনার সুবাধ্য সন্তান।"

ভৈরববাবু হাত নাড়িয়া বলিলেন, "আরে মশাই, সুবাধ্য ছেলে অবাধ্য হতে কতক্ষণ? যে দিনকাল পড়েছে!"

মুখার্জ্জি বলিলেন, "তা সত্যি। এখন, আপনি কি করতে চান?"